সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষঃ ৬৫ ◈ সংখ্যাঃ ১৯-২০

দা'ওয়াহ ও তাবলীগী
মহাসম্মেলন ২০২৪

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

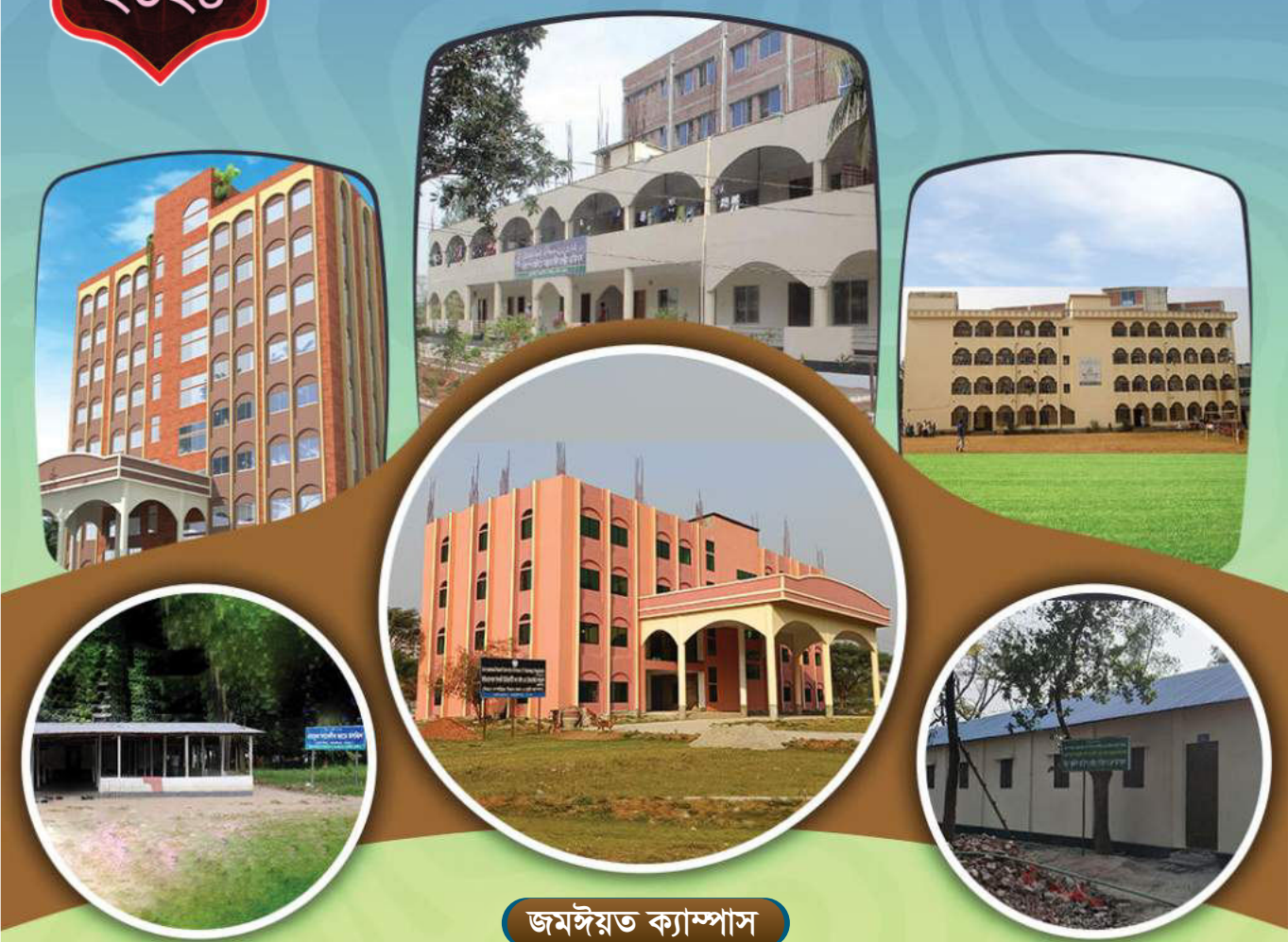

জমঈয়ত ক্যাম্পাস

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ১৯-২০
* বার : সোমবার

◈ ০৫ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২২ মাঘ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ২৩ রজব-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কুরআনুল হাকীম :
  - ❖ আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা ও দলে দলে বিভক্ত না হওয়া
    অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - ❖ ট্রান্সজেন্ডারের অভিশাপ থেকে বাঁচতে হবে
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন-২০২৪ ঈসায়ী :
  - ❖ প্রসঙ্গ : দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন'২৪
    আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১২
  - ❖ মহাসম্মেলনের ডাক : আমাদের করণীয়
    অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম- ১৪
- প্রবন্ধ :
  - ❖ রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১৫
  - ❖ সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা
    শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ)
    অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ১৮
- ক্বাসাসুল হাদীস :
  - ❖ পরশ্রীকাতরতা
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২০
- বিশেষ মাসায়িল ২১
- সমাজচিন্তা :
  - ❖ হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?
    সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ২৩
- প্রাসঙ্গিক ভাবনা :
  - ❖ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা
    এম এ মতিন- ২৬
- নিভৃত ভাবনা :
  - ❖ মুসলিম মানস ও উন্নত চেতনা গঠনে "সাপ্তাহিক আরাফাত" ও "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"-এর যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভূমিকা
    মাযহারুল ইসলাম- ২৮
- কবিতা ৩১
- জমঈয়ত সংবাদ ৩২
- শুব্বান সংবাদ ৩৪
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৩৫
- ☐ নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদিছ ৪২
- ☐ কেন্দ্রীয় ও জেলা জমঈয়তের দায়িত্বশীলদের তালিকা ৪৭

সম্পাদকীয়

জমঈয়ত ক্যাম্পাস : স্বপ্নীলচূড়া

কুরআন সুন্নাহর অতন্দ্রপ্রহরী 'আহলুল হাদীস'। তাঁরা যুগের পর যুগ সত্যের মশাল প্রজ্জ্বলিত রেখেছে মহান আল্লাহর ইচ্ছায়। এ অভিধা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত ইন্শা-আল্লাহ। বিরুদ্ধবাদিরা সত্যসেবী এ কাফেলার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নাজীহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলতে 'আহলে হাদীসগণ'কেই বুঝায়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, যদি মুক্তিপ্রাপ্ত দল 'আহলে হাদীস' না হয়, তাহলে আমি জানি না তারা কারা? ঈমান-'আক্বীদায় ভেজাল দেখা দিলে কুরআন ও হাদীসের দলিল নিয়ে উপস্থিত হন উম্মাতের এ জাগ্রত কাফেলা। সুন্নাহ'র জায়গায় বিদআত অনুপ্রবেশ করতে দেখলেই অকুতভয় বীর-সেনানীর মতো সুন্নাতের ঝাণ্ডা নিয়ে অগ্রসরমান খতমে নবুওয়াতের চৌকাঠের প্রহরী আহলে হাদীসগণ।

সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-গণের যুগেই ভারতবর্ষে ইসলাম পৌঁছেছে। তখন থেকেই এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ অবিমিশ্র ইসলাম অনুশীলনের সুযোগ পায়। ব্যক্তি ও সামষ্টিক উদ্যোগে দারস-তাদরীস, বাহাস-মুনাজারা ও ওয়াজ-নসীহতের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ এ দীনের প্রচারকার্য অব্যাহত থাকে। আসে সাংগঠনিক যুগ। বৃটিশ-বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল আহলে হাদীস জনপদ। আম্বালা, আন্দামান দীপ, বালাকোট ও পাটনার সাদিকপুর পরিবার যার অমর স্বাক্ষর। সেই সূত্র ধরে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস।" ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর তা "পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস" নামে পরিচিত হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" নামে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে এ দ্বীনী সংগঠনের পূর্ণ জিম্মাদারিত্বে ছিলেন ভারতবর্ষের খ্যাতনামা গবেষক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও সুসংগঠক আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি তাঁর গবেষণাকার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথম বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস। ১৯৬০ সালে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তারপর "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উপর। সুদীর্ঘ ৪৩ বছরে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জমঈয়ত দেশের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সহীহ ও নির্ভেজাল সংস্কারবাদি আদর্শ সংগঠন হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দুইটার্ম দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এর পদও দু'দুবার অলংকৃত করেন। বাংলাদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন।

তাঁর ব্যস্ত জীবনের ফুরসতে তিনি দেশের গ্রাম-শহর-বন্দর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াতি মিশন নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন মসজিদ এবং কু্-লাল্লাহ ও কু্-লার রাসূলের দারাগাহ। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাঙালি শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কপাট। এ সবের মাঝেও তাঁর মনের একান্ত বাসনা ছিল বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। সেই অদম্য ইচ্ছা বাস্তবায়নে ঢাকার সন্নিকটে ক্রয় করেছেন প্রায় অর্ধশত বিঘা জমি। আলহামদু-লিল্লাহ! আজ তাঁর স্বপ্ন দৃশ্যমান।

এটিই সেই কাঙ্খিত জমঈয়ত ক্যাম্পাস। যেখানে এখন শোভা পাচ্ছে বায়তুল আবেদীন জামে মসজিদ, কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা, আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী মডেল মাদ্‌রাসা ও আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহিলা মাদ্‌রাসা। আর এরই মাঝে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আমাদের স্বপ্নের "ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি"। এ ক্যাম্পাসের প্রসস্থ মাঠে প্রতিবারের ন্যায় এবারও (আগামী ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী' ২৪) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন। সউদী আরব, মিসর, জর্ডান, ভারত ও নেপাল হতে আমন্ত্রিত সালাফী স্কলারগণ তাশরীফ আনবেন এই মহাসম্মেলনে। দীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা পেশ করবেন।

আসুন, আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আলোচনা থেকে জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করি এবং অন্যান্য কর্মসূচির ন্যায় এই মহাসম্মেলনকে সফল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। তাওফীক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

মহান আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা ও দলে দলে বিভক্ত না হওয়া

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

সরল অনুবাদ

"মহান আল্লাহর রজ্জু তথা আল-কুরআন ও হাদীসকে সমবেতভাবে সুদৃঢ়রূপে ধারণা করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নি'আমত স্মরণ করো। যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, তারপর মহান আল্লাহ তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা। সঠিক পথ প্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর এরাই সফলকাম। তোমরা সেই লোকদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌঁছার পরে বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ করেছে। আর এ শ্রেণীর লোকদের জন্য আছে মহাশাস্তি।"[১]

প্রসঙ্গ কথা

উপর্যুক্ত আয়াত তিনটিতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

প্রথমতঃ মহান আল্লাহর বাণী ও মহানবী (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাহকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করার কথা বলেছেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহর নিয়ামতের কথাও ব্যক্ত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে মানবমণ্ডলীকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, সে কথাও তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়তঃ একটি দলের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন, যারা পরকালে সফলতা লাভ করবে।

তৃতীয়তঃ ইতোপূর্বে যারা দলে দলে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের মতো হতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কেননা এ জাতীয় লোকদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মহান আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা :

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا﴾

"তোমরা এক সাথে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো ও পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।"

তাফসীর ইবনু কাসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, بِحَبْلِ اللهِ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে– মহান আল্লাহর ওয়াদা ও অঙ্গীকার। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾

"আল্লাহর ওয়া'দা-অঙ্গীকার ও মানুষের আশ্রয় ছাড়া যেখানেই তারা অবস্থান করুক, সেখানেই তারা হয়েছে লাঞ্ছিত।"[২]

অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে– তোমরা মহান আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো। ঐ রজ্জু হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম।[৩]

---

* *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৩-১০৫।*

[২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১১২।*

[৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৬।*

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করো না এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না।"

সুতরাং দলে দলে বিভক্ত হওয়া এটা অন্যায় ও গর্হিত কাজ। যারা এমনটি করবে তাদের সাথে মহানবী (ﷺ)-এর কোন সম্পর্ক নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ﴾

"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।"[৪]

এ প্রসঙ্গে মহানবী (ﷺ)-এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

"إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ : أَنْ تَعْبُدُوْهُ، وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا، وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ اَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".

আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হোন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হোন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হোন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তারই 'ইবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিম শাসকগণের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তার অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যাধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা।[৫]

﴿وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ.....﴾

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে 'আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে খুবই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। তারপর গোত্রদ্বয় যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা পূর্বের সবকিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা-বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যায়। তারা সওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং মহান আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿هُوَ الَّذِيْ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾

"তিনি তো তাঁর সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের হৃদয়গুলোকে প্রীতির বন্ধনে জুড়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সবটুকু খরচ করলেও তুমি তাদের অন্তরগুলোকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন জুড়ে দিয়েছেন।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা করুণাময় ও দয়াশীল :

﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ...﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একেবারে জাহান্নামের আগুনের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফ্‌র ও শির্‌কের কারণে তোমাদেরকে এর ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে পথহারা।"[৭]

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক্ব প্রদান করে তোমাদেরকে ঐ আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন।

তাফসীর ইবনু কাসীরে রয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে মহানবী (ﷺ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন লোককে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন আনসারগণের কেউ কেউ গাণীমাতের মালামাল বন্টন করার ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি, যদিও মহান আল্লাহর নিকট থেকে প্রিয়নবী (ﷺ)-কে যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবেই বন্টন করা হয়েছিল। তখন মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

---

[৪] *সূরা আল আন'আম : ১৫৯।*

[৫] *সহীহ মুসলিম- হাদীস নং- ৩/১৩৪০, মাকতাবাতুশ্ শামেলা- হা. ১০/১৭১৫।*

[৬] *সূরা আল আনফাল : ৬২-৬৩।*

[৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৮। তাফসীরুল কুরআন বি ক্বালামির রহমান (বঙ্গানুবাদ)- ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩।*

«يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِيْ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِيْنَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِيْ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِيْ» كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوْا : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَنُّ.

হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পায়নি? তারপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তোমরা দলে দলে বিভক্ত ছিলে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমারই তোমাদের দ্বারা অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমদেরকে কি দরিদ্র পাইনি? তারপর আল্লাহ তা'আলা আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল : আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশি রয়েছে।[৮]

তাফসীরুল কুরআন বি ক্বালামির রহমান গ্রন্থে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রাহিমাহুল্লাহ) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন : "মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল করে পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করলেন।" যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

"আল্লাহ ঈমানদারগণের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন।"[৯]

কাজেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নবী প্রেরণ করে অনুগ্রহ করেছেন। কেননা তিনি করুণাময় ও দয়াশীল।

মহান আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত ও প্রচার :

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ...﴾

"আর তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।"[১০]

তাফসীরে ইবনু কাসীরে রয়েছে যে, 'আল্লামাহ যাহ্হাক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন– "এই দল বা সম্প্রদায়"-এর ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবী ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী অর্থাৎ- দ্বীনের মুজাহিদ এবং প্রখ্যাত 'আলিমগণ। ইমাম আবূ জা'ফার বাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। তারপর বলেন– الْخَيْرِ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে– আল-কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্বরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের ওপরই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য বা ফর্‌য। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দলের এ কাজে লিপ্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন।[১১]

এ প্রসঙ্গে মহানবী (ﷺ)-এর দু'টি হাদীস প্রণিধান যোগ্য। রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেন :

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

"তোমাদের মধ্যে যে কেউকে অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে যেন জিহ্বা অর্থাৎ- কথা দ্বারা বাধা প্রদান করে, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[১২] অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে যে, "এর পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই।" অপর হাদীসে মহানবী (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন :

"وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ".

"যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো। নতুবা সত্বরই মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তারপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না।"[১৩]

উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামাহ সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কুরআন, হাদীস ও দ্বীন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞ 'আলিম হবে। যারা ইসলামের পথে

---

[৮] *সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ৪৩৩০।*

[৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৪, তাফসীরুল কুরআন বি ক্বালামির রহমান (বঙ্গানুবাদ)- ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪।*

[১০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৪।*

[১১] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।*

[১২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১/৬৯, ৭০, মা. শ., হা. ৭৮/৪৯।*

[১৩] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৫/৩৮, মা. শা., হা. ২৩৩০১; জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ৬/৩৯০, ইমাম আত্ তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।*

মানুষদেরকে আহ্বান জানাবে। অর্থাৎ- সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আর পরকালে এরাই সফলকাম হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

"অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলতা লাভ করেছে।"[১৪] সুতরাং আমাদেরকে মহান আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত ও প্রচার অবশ্যই করতে হবে।

দলে দলে বিভক্ত না হওয়া মহান আল্লাহর নির্দেশ :

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا...﴾

"আর তাদের মতো হয়ো না যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[১৫]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামাহ ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করো না। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করো না।[১৬]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে– আবূ 'আমির 'আব্দুল্লাহ ইবনু লুহাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে হাজ্জ পালন করি। তিনি মক্কায় উপস্থিত হন এবং যোহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

«وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوْا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ».

"বানী ইসরা-ঈল বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাতেরা তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে হতে একটি ফিরকা জান্নাতে যাবে। তাঁরা আরজ করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দল (জান্নাতী) কোন্‌টি? তিনি বলেন : ঐ দল তারা যারা আমার এবং আমার সাহাবীগণের আদর্শের ওপর কায়িম থাকবে।[১৭]

অপর হাদীসে মহানবী (ﷺ) আরো বলেন :

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ».

"কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল লোক সবসময় হকের ওপর কায়িম থাকবে। তাদের যতোই অপমান করা হোক না কেন তাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তারা ঐ অবস্থায় থাকবে।"[১৮]

সুতরাং ইসলামে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকতে হবে। কেননা এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে।

দার্‌স থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কেননা এর মধ্যেই কল্যাণ ও সফলতা রয়েছে।

২. দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে।

৩. দলে দলে বিভক্ত হওয়া যাবে না। কেননা বিভক্তির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

৪. সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, সঠিক ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কেননা এর মধ্যেই দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি রয়েছে, আর ইসলামী শরীয়তে দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। যারা কুরআন-সুন্নাহ পরিত্যাগ করে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের জন্য পরকালে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন আল-ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[১৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৫। তাফসীরুল কুরআন বি ক্বালামির রহমান (বঙ্গানুবাদ)- ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩২৪।*

[১৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৫।*

[১৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।*

[১৭] *আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৪১, ইবনু কাসীর- ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।*

[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭০/১৯২০।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

ট্রান্সজেন্ডারের অভিশাপ থেকে বাঁচতে হবে

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

সরল অনুবাদ

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) ঐ সব পুরুষকে লানত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে।[১৯]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : তার নাম ‘আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুল ‘আব্বাস। পিতার নাম ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিব।[২০] উপাধি ছিল আল-হিবর (মহাজ্ঞানী), আল-বাহর (সাগর)।[২১] তর্জমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং ইমামুল মুফাস্‌সিরীন (মুফাস্‌সিরদের ইমাম বা নেতা)।[২২] মাতার নাম লুবাবাহ্ বিনতু হারেস।[২৩] তিনি কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূল (ﷺ)-এর চাচাতো ভাই।[২৪]

জন্ম : তিনি রাসূল (ﷺ)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে আবি তালিবে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫] জন্মের পর তাকে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি শিশু ‘আব্দুল্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনিক করান এবং দু‘আ করেন।[২৬]

ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবাহ্ হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিধায় ‘আব্দুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসাব গণ্য করা হয়।

হিজরত : তিনি স্বীয় পিতা-মাতার সাথে ১১ বছর বয়সে মক্কা বিজয়ের বছর মদীনায় হিজরত করেন।[২৭] পথিমধ্যে জুহফা নামক স্থানে মহানবী (ﷺ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। নবী (ﷺ) তখন মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সাথে শরীক হন।[২৮]

ব্যক্তিগত গুণাবলী : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত আলেম। জ্ঞানবিজ্ঞান ও ফিকাহশাস্ত্রে তিনি অসিম পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ থেকে খলিফা ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস তরুণ প্রবীণ। তিনি হলেন মুফাস্‌সির সম্রাট।

চারিত্রিক গুণাবলী : তিনি ছিলেন অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। উদারতা, সততা ও কোমলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৯]

৩৭ ও ৩৮ হিজরিতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যৌথভাবে

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৫।*

[২০] *ইসলামী বিশ্বকোষ- (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ১ম খণ্ড পৃ. ৫৫৭।*

[২১] *তাক্বরীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আসকালানী, (দেওবন্দ : আল-মাকতাবুল আশরাফিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ৩০৯।*

[২২] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন-নুবালা- (জিদ্দাহ : দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ, ১৪১১/১৯৯১), ১/২৭৭।*

[২৩] *উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, (তেহরান : আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়া, তা.বি.), ৩/১৯৩।*

[২৪] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- ওয়ালিউদ্দীন আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দিল্লাহ আল-খাত্বীব, (দেওবন্দ : মাকতাবাহ থানবী, তা. বি.), পৃ. ৬০৩।*

[২৫] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- হাফেয আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১/১৯৯০), ৩/৬২৭।*

[২৬] *উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, ৩/১৯৩।*

[২৭] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১/২৭৭।*

[২৮] *তুহফাতুল আশরাফ লি মারিফাতিল আতরাফ- হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, (ভুভিমাবাদি, ভারত : আদ-দারুল কাইয়েমাহ, ১৪০৩/১৯৮২), ভূমিকা, পৃ. ৮।*

[২৯] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১/২৮০।*

৯৫টি এককভাবে সহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৪৯টি উল্লেখ রয়েছে।

মৃত্যু : ইল্‌মে হাদীস ও তাফসীরের এই মহান সাধক 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জীবনের শেষদিকে অন্ধ হয়ে যান। ইবনু যোবায়েরের আমলে ৬৭/৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন।[৩০] কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ৭৫ বছর বয়সে তায়েফে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩১]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন এবং সুন্দর অবয়বে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ সুন্দর অবয়ব আল্লাহ প্রদত্ত আমানত ও নিয়ামত। এতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা কিংবা শরয়ী বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে এ স্বাভাবিক অবয়বে কৃত্রিম উপায়ে বিকৃতি সাধন করা শয়তানি ফাঁদ এবং চরম ঘৃণ্য কাজ। শয়তানের এই জঘন্য ফাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ আগেই আমাদের সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহর আদেশ মানার পরিবর্তে যে শয়তানি মিশন বাস্তবায়ন করবে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে মর্মে সাবধান করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا﴾ ۭ

"আল্লাহ তাকে লানত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব। আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব আর তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব অতএব তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"[৩২]

পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা যে পুরুষালী স্বভাবে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা বজায় রাখা এবং নারীকে যে নারীত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা ধরে রাখাই মহান আল্লাহর বিধান। এটা এমনি এক ব্যবস্থা, যা না হলে মানব জীবন ঠিকঠাক চলবে না। পুরুষের নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এর ফলে অশান্তির দুয়ার খুলে যায় এবং সমাজে উচ্ছৃংখলতা ও বেলেল্লাপনা ছড়িয়ে পড়ে। শরীয়তে এ জাতীয় কাজকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। যে 'আমল করার দরুন কোনো ব্যক্তিকে শরয়ী দলিলে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই দলিলেই প্রমাণ করে যে উক্ত কাজ হারাম ও কবীরা গুনাহ। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত আছে,

لَعَنَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নারীবেশী পুরুষদেরকে এবং পুরুষবেশী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।"[৩৩]

এ অনুকরণ উঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন- দৈহিকভাবে মেয়েলী বেশ ধারণ করা, কথাবার্তা ও চলাফেরায় মেয়েলীপনা অবলম্বন করা কিংবা পুরুষের বেশ ধারণ করা ইত্যাদি। পোশাক ও অলংকার পরিধানেও অনুকরণ রয়েছে। সুতরাং পুরুষের জন্য গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ের মল, কানের দুল পরা চলবে না। অনুরূপভাবে মহিলারাও পুরুষদের জামা, পাজামা, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী পরতে পারবে না। নারীদের পোশাকের ডিজাইন পুরুষদের থেকে ভিন্নতর হবে। হাদীসে এসেছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন সেই পুরুষের ওপর যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর ওপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।"[৩৪]

ট্রান্সজেন্ডার বলতে কি বুঝায় : রূপান্তরিত লিঙ্গ (ইংরেজি : Transgender ট্রান্সজেন্ডার) হলো সেসব ব্যক্তি যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন হতে ভিন্ন। রূপান্তরকামী লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে ডাক্তারি সাহায্য কামনা করে তাদেরকে রূপান্তরকামী (ট্রান্সজেন্ডার) নামে ডাকা হয়।

---

[৩০] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন- নুবালা*, ১/২৮০।
[৩১] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- হাফেয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী*, ৩/৬২৭।
[৩২] *সূরা আন্ নিসা :* ১১৮-১১৯।
[৩৩] *সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৪২৮।*
[৩৪] *সুনান আবূ দাউদ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৪৬৯।*

ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর অভিশাপ : পুরুষ কখনো নারীর বেশ ধারণ করলে বা নারী কখনো পুরুষের বেশ ধারণ করলে রাসূল (ﷺ) উভয়ের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ! কোনো ব্যাক্তি যদি রোগ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে দাগ (বিকৃতি) দেয় তাহলে অভিসম্পাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হাদীসের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ الْحَارِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ قَالَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ.

হারিস (রাযিয়াল্লাহু-হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি বলল, রোগের জন্য ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আর যে অন্যের জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যার জন্য হালাল করা হয় এবং যে সাদাক্বাহ্ দিতে অস্বীকার করে, তার উপর লানত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেননি যে, লানত করেছেন।[৩৫]

সব ইসলামী আইনবিদ এ বিষয়ে একমত যে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে বিকৃতিসাধন, যা সুস্পষ্ট হারাম। আবার অনেকের ভাষ্য মতে এটি কুফ্‌রী। ইমাম কুরতবী (রাযিয়াল্লাহু-হু) বলেন, মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা নাজায়িয।[৩৬]

ট্রান্সজেন্ডার জাহান্নামী : 'ট্রান্সজেন্ডার' ব্যাক্তি সম্পর্কে হাদীসের ভাষায় কঠোরভাবে বলা হচ্ছে যে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যেতে পারবে না– (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী। (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী (নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষ)।[৩৭]

ট্রান্সজেন্ডারের জন্য শরয়ী পদক্ষেপ : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ : إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : وَالنَّقِيْعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيْعِ.

কোনো একদিন এক হিজড়াকে নবী (ﷺ)-এর নিকট আনা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এর এ অবস্থা কেন? বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে আন-নকী নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, সালাত আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু-হু) বলেন, আন-নাফী' হলো মদীনার প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, এটা বাকী নয়।[৩৮]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, হিজরার বিধান পুরুষের বিধানের অনুরূপ।

'ট্রান্সজেন্ডার' বলতে গেলে এক ধরনের সমকামিতা। আর এ সমকামিতার জন্য আল্লাহ তা'আলা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সমকামী ব্যাক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। হাদীসের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে– 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার মলদ্বারে গমন করে।[৩৯]

ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণে হবে ভয়াবহ বিপর্যয় : ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, এতে সমস্যা কী, সবাই তো আর এক রকম হয় না। ওদের সংখ্যাই বা আর কত। তারা তো আমাদের কোনো সমস্যা করছে না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। পশ্চিমা দেশগুলোতে এই মতাদর্শ পলিসি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং আইনগত সমস্যা গত কয়েক বছরে অনুধাবন করা যাচ্ছে। এটি হাজার হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গভিত্তিক সিস্টেমকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নানা

[৩৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫১০৪।*
[৩৬] *তাফসীরে কুরতুবী- ৫/৩৯৩।*
[৩৭] *সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৩৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯২৮।*
[৩৯] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১১৬৫।*

বিতর্ক। এ মতবাদ সমাজের ভারসাম্যতা ও স্বাভাবিক রীতিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে তৈরি হচ্ছে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সঙ্গে সঙ্গে যিনা-ব্যভিচারের রাস্তাও আরো সুগম আরো সহজ হয়ে যাবে। কারণ ট্রান্সজেন্ডার মেয়েদের যদি মহিলা বিশেষায়িত স্থান তথা মহিলা হোস্টেল ইত্যাদিতে প্রবেশের অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে সুকৌশলে ব্যভিচারের পথকে আরো সহজ করে দেওয়া। কারণ অস্ত্রোপচার বা অন্য কোনো মাধ্যমে শরীরের কিছু পরিবর্তন আসলেও তাদের সৃষ্টিগত লিঙ্গের কোনো পরিবর্তন হয় না।

সুতরাং এভাবে একজন ট্রান্সজেন্ডার মেয়েকে (যে কি না বাস্তবে একজন পুরুষ) মহিলা বিশেষায়িত স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া তার জন্য ধর্ষণের পথ খুলে দেওয়া নয় কি? গবেষণায় দেখা গেছে ট্রান্সজেন্ডার স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হিসেবে নিজেদের মনে করলেও বা সমাজে উপস্থাপন করলেও তারা অনেক মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে সাধারণ মানুষের তুলনায় ১৪ গুণ বেশি আত্মহত্যা চিন্তা এবং ২২ গুণ বেশি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করে এরা। তাছাড়া এদের মাঝে মাদকাসক্ত, নিজে নিজের ক্ষতি করা (self-harm), ডিপ্রেশন, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদির প্রবণতাও অনেক বেশি।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ উত্থানের কারণ : ট্রান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের পেছনে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজতে গেলে এ বিষয়গুলো উঠে আসে–

১. পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা (Third wave feminism), যা নারীত্ব ও পুরুষের ধারণাকে আক্রমণ করেছে।

২. আমেরিকায় হওয়া সমকামী অধিকার আন্দোলন, যার মাধ্যমে সমকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনতা এবং সমকামী বিয়ে আইনি বৈধতা পেয়েছে।

৩. ষাটের দশকে আমেরিকায় ঘটা যৌন বিপ্লব, যা যৌনতার ব্যাপারে সব ধরনের মূল্যবোধ মুছে ফেলেছে।

৪. এই তিনের মিশ্রণে তৈরি হওয়া জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) মতবাদ।

৫. চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসক ও ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ।

ট্রান্সজেন্ডারের ফিতনা থেকে বাঁচতে আমাদের করণীয় : অভিশপ্ত এই মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজকে সোচ্চার করতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে, এটা শুধু আলেমদের বিষয় নয়, পুরো সভ্য জাতির জন্য এটা মারাত্মক একটি বিষয়। কারণ এই অভিশপ্ত মতবাদ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আলেমদের পরিবারের তুলনায় নন– আলেমদের পরিবারই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কোনো সভ্য ব্যক্তি কখনোই চাইবে না, তার মেয়ের বেডরুম, টয়লেট ইত্যাদি কোনো ট্রান্স নামের অভিশপ্ত ব্যক্তি শেয়ার করুক। তাই এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। শহর-গ্রামে, পাড়া-বন্দরে, দোকানে-বাজারে সবার সাথে এই মতবাদের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করতে হবে। আজ যদি এটা করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমাদের রেখে যাওয়া সন্তানদের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি।

ট্রান্স মতবাদের মতো অশ্লীল কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে স্বীকৃতি পেলে শুধু পরকালই নয়; বরং আমাদের দুনিয়ার জীবনও হাজারো ক্ষতির শিকার হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا.

অর্থ : যখন কোনো জাতির মাঝে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে তখন সে জাতির মধ্যে প্লেগ ও এমন মহামারি ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।[৪০]

- প্রতিটি সচেতন নাগরিকের উচিত এই বিষয়ে বিপুল পরিমাণ পড়াশোনা করা।
- নিজে জানা। সাথে সাথে অন্যকেও জানানো।
- লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে হবে।
- শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে।
- বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে পারিবারিক তালীমের ব্যবস্থা করতে হবে। ❑

[৪০] *সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৪০১৯।*

প্রসঙ্গ : দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন'২৪

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর অবিরাম প্রচার সংগঠনটির অন্যতম প্রাতপাদ্য বিষয়। শির্ক-বিদআতের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল অপসারণ সংগঠনটির অন্যতম কর্তব্য। মহানবী (ﷺ)-এর মহাপ্রয়াণের পর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের কারণে অবিভাজ্যতা অক্ষুণ্ন থাকেনি। খলিফা নির্বাচন প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তবে সে মতপার্থক্য খলিফা নির্বাচনে বাধ সাধতে পারেনি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে অপশক্তির প্রচারণার ফলে বিরোধী শক্তি গড়ে উঠে। খিলাফতের প্রতিটি ধাপে মুসলিম উম্মাহ বিড়ম্বিত হয়। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতের ঘটনা তা প্রমাণ করে।

পরবর্তীতে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে রাজধানীসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে বহমান সমাজ-সংস্কৃতি ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কারবালায় মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডে মুসলিম বিশ্ব অস্থির হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক আমীর আলীর অভিমত, কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে এবং পারস্যে এক জাতীয় চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটায়। 'আব্বাসীয়দের ক্ষমতারোহণ পরিক্রমায় কুফা থেকে দামেস্ক হয়ে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। পারসিক রীতিনীতি ও ভাবধারা আরবদের জাতীয় জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে।

খলিফা হারুনের পারসিক রমণীর পানি গ্রহণ আরব জাতীয়তাবাদকে দ্বিধাবিভক্ত করে তোলে। তাঁর মৃত্যুর পর (৮০৯ খ্রি.) ক্ষমতার প্রশ্নে আল আমিন ও মামুনের মাঝে কলহ সৃষ্টি হয়। আরব আমীর ও পারসিক আমীরদের মাঝে রেষারেষি প্রবল আকার ধারণ করে। ভ্রাতৃবিভেদ ত্বরান্বিত হয়। 'আব্বাসীয় খিলাফতের ঐসলামিক সঞ্জীবনী শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। ১২৫৮ সালে পূনর্বার শিয়া-সুন্নী বিরোধের ফলশ্রুতিতে বাগদাদের পতন ঘটে। ইসলাম অভিভাবকহারা হয়ে পড়ে। খিলাফাতের আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা রহিত হয়। পরবর্তীতে আরও সাতশত বছর তুর্কিদের নেতৃত্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকলেও মুসলিম উম্মাহর ঈমানী উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারেনি। রাজনৈতিক ইসলামের পরিচয় শুধু অবশিষ্ট ছিল।

ইসলামের বিভক্তি-বিভেদের জের উপমহাদেশেও আছড়ে পড়ে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বিকাশের সংকীর্ণ গলিপথে মুসলমানরা অসহায় হয়ে পড়ে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে পরাজয় ও ১৮৩১ সালের বালাকোটের বিপর্যয় মুসলমানদের আরও কোনঠাসা করে ফেলে। ইংরেজদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির আওতায় মুসলমানদের টিকে থাকার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভাবনায় ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়। ফারাহ বিন বারকুকের আমলে সৃষ্ট মাযহাবী চেতনা জোরদার হয়। সে ফলশ্রুতিতে বহমান সমাজে বিদআতের সয়লাব বয়ে যায়। নানা ফিত্না ও ফিরকায় বিভক্ত হওয়ায় মুসলিম সমাজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনি এক সংকটকালে কতিপয় মহান ব্যক্তিবর্গের বিবেক নাড়া দেয়। তাঁরা অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য লেখনীর সাহায্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং ইসলামের দার্শনিক তত্ত্বসংবলিত হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেন। শুধু তাই নয় ইসলামের ভুলণ্ঠিত তাওহীদি চেতনার উজ্জীবন সাধনের জন্য প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিস নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান এককভাবে ছোটো বড়ো পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা শুহনায়ে হিন্দ, ইশআতুস সুন্নাহ, যিয়াউস সুন্নাহ, দিলগুদায, পয়ছা আখবার ও কার্জন গেট প্রভৃতি প্রকাশ করে আন্তঃসম্পর্ক ও যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে ম্রিয়মান জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। ইসলামি চেতনা উজ্জীবনে কতিপয় মহান ব্যক্তিবর্গ কুরআন হাদীসের অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে করে গেছেন। তাদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই পাকভারত ও বঙ্গ আসামে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের শিখা

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। এমনি ধরনের আহলে হাদীসগণের আরো একটি দল শির্ক ও বিদআতের প্রতিরোধ কল্পে এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কামনায় আকুল হয়ে কান্দাহার হতে সিংহল পর্যন্ত এবং নেপালের তরাই হতে আরম্ভ করে সুন্দরবন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াতী কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন।

ইসলামের অবিভাজ্য চেতনাকে সমুন্নত করার জন্য আহলে হাদীসদের আরো একটি দল সংসারের মায়া এবং সুখ শান্তির মুখে পদাঘাত করে হিন্দু ও ইংরেজদের কবল হতে উম্মাতে মুসলিমকে রক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। তারা খিলাফতে রাশেদার শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনকল্পে নিষ্কাশিত তলোয়ার হাতে সক্রিয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। শাহাদাতের অমীয় সুধাপান যেন ছিল তাঁদের জীবনতৃষ্ণা। এমনি একটি প্রেক্ষাপটে সমকালীন যামানার মুজাদ্দেদ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শীর নেতৃত্বে বাংলা আসামের জনসাধারণের মাঝে তাওহীদি চেতনাকে বুকে ধারণ, চর্চা ও পরিচর্যার সুযোগ অবারিত হয়। তিনি গ্রামেগঞ্জে নিরতিশয় কষ্ট স্বীকার করে আহলে হাদীস চেতনার উন্মেষ ঘটান। মসজিদভিত্তিক শাখা, ইলাকা ও জেলাভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো বিনির্মাণ করে পথহারা মানুষকে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করতে প্রয়াস পান। তিনি প্রতি চারবছর পর পর কেন্দ্রিয় কনফারেন্স আহ্বান করে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি ও সংগঠনের কর্মপ্রবাহকে বেগবান করার জন্য ভূমিকা রেখেছেন। তারই সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) সুদীর্ঘকালে পিতৃব্য পদাঙ্ক অনুসরণ করে জমঈয়তে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সপ্তম জাতীয় দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে দেশ বিদেশের অসংখ্য খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম ও গবেষকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। তাদের মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী তাওহীদী চেতনাকে জাগ্রত করবে। সুতরাং বাংলাদেশের সকল প্রান্ত থেকে সকল মুসলিম ভাইকে আহ্বান জানাই– এই মহাসম্মেলনে দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত থাকার জন্য। বিড়ম্বিত মুসলিম সমাজের অগ্রযাত্রায় এ সম্মেলনের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ❑

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে

[২৭ পৃষ্ঠার পর]

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উচ্চ জিপিএ অর্জন করার পরও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভর্তি পরীক্ষায় একই পাঠক্রমের উপর করা প্রশ্নপত্রের উত্তরে খারাপ ফলাফল করছেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে– আমাদের ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারে পড়াশুনা, রেফেরেন্স বই পড়া, ওয়েবসাইট সার্চ করে পড়াশুনা তো দূরের কথা –নিজেদের পাঠ্যপুস্তকও সঠিকভাবে পড়ে আয়ত্ত করেন না। তারা গাইড বা নোট পড়ে পাশ করেছেন। এ অবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে– ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও গ্রন্থাগারভিত্তিক পড়াশুনায় মনোনিবেশ করানো –শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার সম্পর্ক দৃঢ়তর করা এবং স্মার্টফোনকে অর্থবহ কাজে লাগানো। প্রতিটি স্কুল কলেজ ও মাদ্‌রাসায় অনুমোদনের শর্তানুযায়ী যথানিয়মে গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং সরকারী নির্দেশ মোতাবেক এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এছাড়া সরকার নির্দেশিত লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষা (ওবিই) বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সর্বস্তরে লক্ষ্যভিত্তিক গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলো সরকার বিবেচনা করতে পারেন–

- ✓ শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা। জিডিপি'র ২.৫%-৩.০০% করা যায় কিনা, (চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ব্যয় জিডিপি'র ১.৮৩%);
- ✓ স্কুল কলেজ মাদ্‌রাসা পর্যায়ের গ্রন্থাগার পরিচালনার পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নিবিড়তর করা;
- ✓ এমপিও'ভুক্তির সময়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা মেনে যথানিয়মে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা। সেই সাথে প্রতিটি গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সুবিধাসম্বলিত কম্পিউটার সরবরাহ করা;
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; বৈশ্বিক র‍্যাংকিং এ যথাস্থানে (উচ্চস্থান) অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে টার্মস অব রেফারেন্সসহ একটি সেল তৈরি করা এবং এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;
- ✓ ওবিই বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৪' সফল হোক ॥

৬৫ বর্ষ ॥ ১৯-২০ সংখ্যা ❖ ০৫ ফেব্রুয়ারি- ২০২৪ ঈ. ❖ ২৩ রজব- ১৪৪৫ হি.

মহাসম্মেলনের ডাক : আমাদের করণীয়

–অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম*

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه– اما بعد.

আলহামদু লিল্লাহ! প্রতি বছরের মতো এ বছরও (২০২৪ ঈসায়ী) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ এবং তাবলীগী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে সারা দেশে এমনকি প্রবাসী ভাইদের মাঝেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাশা-আল্লাহ। এ মহাসম্মেলনকে সফল করার জন্য আমাদেরও বেশ কিছু কাজ রয়েছে।

মহাসম্মেলনে যোগদানের পূর্বে প্রথমত পূর্ণ ইখলাসের সাথে লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। দেশ-বিদেশের ইসলামী চিন্তাবিদেরা এখানে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। তাদের আলোচনা থেকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান আহরণের সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না। পবিত্র মাহে রমাযানের পূর্বে এ মহাসম্মেলনকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ কারণে আমাদের প্রত্যেকেই এ সম্মেলনে যোগ দেবো ইন্শা-আল্লাহ। সেই সাথে পরিচিত অপরিচিত যথাসম্ভব সবাইকে সম্মেলনে আসার দাওয়াত দেবো। ব্যক্তিগতভাবে কিংবা দলগতভাবে কিংবা সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এ কাজটি করবো।

তৃতীয়ত: মহাসম্মেলন আয়োজনের কাজটি নিঃসন্দেহে অনেক ব্যয়বহুল। আমাদের সবারই উচিত এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্থিক কুরবানী পেশ করা; পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকা থেকেও অর্থ সংগ্রহ করে জমঈয়তের ফান্ডে জমা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চতুর্থত: মহাসম্মেলনকে সফল করার জন্য আমাদেরকে যথাসময়ে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হতে হবে। বক্তব্য বা আলোচনা নোট করার প্রস্তুতি নিয়েই সম্মেলনে আসা উচিত। এখানে আসার পর অনুষ্ঠানস্থলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে অনুষ্ঠান পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনোক্রমেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া যাবে না। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সম্মেলনের সারাংশ বা প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হয়। ওই সময় পর্যন্ত উপস্থিতি না থাকলে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। আমাদেরও হক্ব আদায় হয় না।

এ বছর মহাসম্মেলনে সাফল্যের জন্য আয়োজক কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরপরও লাখো জনতার সমাবেশ চলাকালে বিদ্যুৎ, খাবার, পানি, স্যানিটেইশন, আবাসন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো সমস্যা যাতে দেখা না দেয়, তার জন্য আমরা এখন থেকেই মহান আল্লাহর রহমত কামনা করবো। আল্লাহ না করুন, এরপরও যদি অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটে যায়, আমাদেরকে ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে হবে। সদয় এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে। ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সম্মেলনস্থলে সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের যাতে অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে সতর্ক প্রহরীর মতো চোখ, কান খোলা রাখতে হবে আমাদের সবাইকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি আমাদেরকেও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

সম্মেলন থেকেই পরবর্তী দিনগুলোর জন্য (অন্তত ১ বছরের) বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের বাড়ি ফেরা উচিত। দাওয়াত এবং তাবলীগী কর্মসূচিকে তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মসজিদভিত্তিক দার্স/দাওয়াতী সভা, প্রতিটি গ্রামে দাওয়াতী টিম প্রেরণ, খতীব টিম প্রেরণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত দাওয়াতী টিম প্রেরণ, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে দাওয়াতী প্রোগ্রাম, অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী প্রোগ্রাম, শিশু-কিশোর-যুবকদের নিয়ে দাওয়াতী প্রোগ্রাম, মহিলাদের নিয়ে দাওয়াতী প্রোগ্রাম, এলাকাভিত্তিক ওয়াজ মাহফিল, ওয়ায়েজ বা দাঈ'দের নিয়ে মতবিনিময় বা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, দাওয়াতী বই-পুস্তক বা উপকরণ বিতরণ, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। আর এ দাওয়াতী পরিকল্পনাটির এক কপি কেন্দ্রীয় জমঈয়তে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। তাহলেই পরবর্তী বছরের মহাসম্মেলন আরও ফলপ্রসূ হবে ইন্শা-আল্লাহ।

এ বছর অর্থাৎ- ২০২৪ সালের মহাসম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– "শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যম পন্থা"। কাজেই এ সম্মেলন থেকে আমাদের একটা ধারণা অর্জন করতে হবে যে, সালাফী বা আহলে হাদীস মানহাযের যারা ওয়ায়েজ বা দাঈ' আছেন তারা অবশ্যই উগ্রপন্থার প্রতি ঝুঁকবেন না। এ থেকে যোজন যোজন দূরত্বে অবস্থান করবেন। পাশাপাশি শির্ক-বিদআতের প্রতিও কোনো দুর্বলতা বা সহনশলীলতা দেখাবেন না। তবে প্রতিবাদ বা সংশোধনের ভাষায় দরদী ভাব থাকতে হবে। ❑

নির্বাহী পর্ষদের সদস্য; সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

প্রবন্ধ

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[ষষ্ঠ পর্ব]

নবমুসলিমদের আবিসিনিয়ায় হিজরত ছিল মূলত কোরাইশের রাজনৈতিক পরাজয়। এর প্রতিশোধস্বরূপ তারা মক্কায় অবশিষ্ট মুসলিমদের উপরে বর্বর নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা নবী (ﷺ) এবং মু'মিনদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে। মুসলমানদেরকে বয়কট করতঃ একটি চুক্তিতে (হিজরতের ৬ বছর পূর্বে) সকলেই মিলে সই করে এবং সেটি কা'বার অভ্যন্তরে সংরক্ষিত রাখে।[৪১]

এই বয়কট ধারাবাহিকভাবে তিন বছর মুসলিমদের উপর চলতে থাকে। নবী (ﷺ) এই বয়কট ছিন্ন করতে সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালান। সর্বপ্রথম তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কের অনুভূতি প্রকাশ করেন যেন এর দ্বারা বয়কট বাতিল করা যায়। এতে তিনি কিছুটা সফলও হন। ফলে মক্কার কিছু নেতৃস্থানীয় লোক আবূ জাহলের নিকটে এই চুক্তিপত্র ছিন্ন করতে একত্রিত হয়। কিন্তু আবূ জাহল তাদের এই আগ্রহকে পাত্তা দেয় না। মূলত এই চুক্তি এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র অনেক বড় পরিকল্পনার অংশ ছিল যা আবূ জাহল নিজেই উল্লেখ করে বলে, এটি এমন একটি বিষয়; যার সিদ্ধান্ত রাতেই হয়েছে।[৪২]

বয়কটের এক সময়ে নবী (ﷺ) বিভিন্ন গোত্রের নিকটে তার দা'ওয়াহ পেশ করেন। দা'ওয়াহ উপস্থাপন পদ্ধতি নিছক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না; বরং ধীরস্থিরতা, বিচক্ষণতা এবং প্রত্যেক গোত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তিনি তাদের সামনে দা'ওয়াহ পেশ করতেন। নবী (ﷺ) আবূ বক্‌রকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের নিকট যেতেন। প্রথমেই তাদেরকে বলতেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়? তারা বলতো, আমরা অমুক সম্প্রদায়। এই প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে নবী (ﷺ) সেই গোত্রের জনবল, সক্ষমতা এবং কুরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব জেনে নিতেন।[৪৩]

একবার কোনো এক গোত্রকে নবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বলল আমরা বানু শাইবান। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি নেই কি? অতঃপর নবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সংখ্যা কত? তারা বলল সহস্রাধিক, আর কমের কারণে সহস্রাধিক সৈন্যের উপরে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। নবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের এবং শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কেমন? তারা বলল, একবার আমরা বিজয়ী হই আর একবার তারা বিজয়ী হয়। আর সাহায্য আসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।[৪৪]

নবী (ﷺ) কুরাইশ সম্প্রদায়ের একগুঁয়েমি এবং আশপাশের সকল গোত্রগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে বুঝতে পারলেন যে, কুরাইশের পরে সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র হলো তায়েফের গোত্রগুলো। যেমন- সাকিফ এবং হাওয়াযিন। এই দুই গোত্রই কেবল পারে কুরাইশের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে এবং এর ফলে একটি দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনা হতে পারে। এজন্য নবী (ﷺ) তায়েফ যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন।[৪৫]

এই প্রথম তিনি দা'ওয়াহর কেন্দ্র হিসাবে মক্কার পরিবর্তে তায়েফকে নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ নবী (ﷺ) যখন তায়েফ গমন করেন সেখানের নির্বোধ এবং নিম্নশ্রেণির লোকেরা তাকে অপমান অপদস্থ করে বের করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার দ্বীনকে বিজয়ী করতে চাইলেন তখন নবী (ﷺ) বিভিন্ন গোত্রের নিকটে দা'ওয়াহ পেশ করলেন। বিশেষ করে খাযরাজ গোত্রের একটি দলের সামনে তিনি তার দা'ওয়াহ পেশ করলেন। আর এই খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী ইয়াহূদীদের থেকে শুনেছিল যে, একজন নবী তাদেরকে আশ্রয় দিবেন। এটা শুনার পরে তারা মনস্থির করেছিল, আমাদের আগে যেন ইয়াহূদীরা তাকে অনুসরণ করতে না পারে। তারা নবী (ﷺ)-কে বলল, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে রেখে এসেছি। তাদের মতো হিংসুক এবং শত্রুভাবাপন্ন এমন সম্প্রদায় আমরা আর কোথাও দেখেনি। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে একত্রিত করবেন। পরবর্তী বছরে ইয়াসরিব বা মদিনা থেকে ১২জন লোক আগমন করলেন। তারা নবী (ﷺ)-এর হাতে বাইয়াত করলেন। ইতিহাসে এটি প্রথম বাইয়াতে আকাবা হিসেবে পরিচিত। এটাকে বাইয়াতুন নিসা বা মহিলাদের বাইয়াত হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী (ﷺ) মুসআ'ব ইবনু 'উমাইরকে (মৃ.

---

* *শিক্ষক : মাদরাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

৪১ *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩৩৭।*

৪২ *মাগাযী- ইবনু ইসহাক, পৃ. ১৪০, ১৪১, সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩৫০, ৩৫১।*

৪৩ *আল মাগাযী- ইবনু ইসহাক, পৃ. ২১৫-২১৯; সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪২২-৪২৫; তবাকাত ইবনু সা'দ- ১/২১৬।*

৪৪ *আল মানাকিব আল মাযিদিয়্যাহ- আবুল বাকা, পৃ. ৪১৯, ৪২০।*

৪৫ *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪১৯-৪২১; আল আনসাব- বালাযুরি, ১/২৩৭।*

৩ হি.) তাদের সাথে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসে তাকে 'আল মুকরি' বা পাঠদানকারী বলা হয়।[৪৬] ইবনু সা'দ বলেন, আনসাররা নবী (ﷺ)-এর নিকট পত্র মারফত আবেদন করেন যে, তাদের নিকট এমন একজনকে পাঠানো হোক যিনি তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং কুরআন শেখাবেন।[৪৭] এভাবেই ইসলামী দা'ওয়াহর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

দ্বিতীয়ত : হিজরতপূর্ব ইয়াসরিবে ইসলামী দা'ওয়াহ– মুসআ'ব ইবনু 'উমাইর ইয়াসরিবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি খুব কাছে থেকে ইয়াসরিবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। স্থানীয় লোকদের মনোভাব কেমন এবং ইসলামী দা'ওয়াহর প্রতি ও নবী (ﷺ)-এর প্রতি তাদের অনুভব অনুভূতি কেমন তা জানার চেষ্টা করেন। কারণ ইয়াসরিবের প্রতি নবী (ﷺ)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশেষভাবে। কাজেই তিনি যেন ইয়াসরিবের সার্বিক অবস্থা তাঁর গোচরে আনতে পারেন এবং তিনি যেন সঠিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক খুব দ্রুত আগমন করতে পারেন সেই সাথে তায়েফের মতো একই পরিস্থিতির যেন সম্মুখীন হতে না হয় সেই মোতাবেক কার্যক্রম চালাতে থাকেন।[৪৮]

মুসআ'ব ইবনু 'উমাইরের দা'ওয়াহ এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছিল; যেন তা স্থানীয় গোত্রীয় ব্যবস্থা এবং তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে এসে ইসলামী দা'ওয়াহকে নতুনভাবে রূপায়ণ করতে পারে এবং তারা যেন তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে পারে।[৪৯]

ইসলামের এই মহান দাঈ লোকদেরকে ইসলামের বিভিন্ন হুকুম আহকাম শিক্ষা দিতে থাকেন। সেই সাথে নামাযের ইমামতিও করতে থাকেন। এভাবেই অর্থাৎ- তার দা'ওয়াহর মাধ্যমেই ইয়াসরিবে ইসলামের প্রাণসঞ্চার হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়। নবী (ﷺ) মুসআ'ব ইবনু 'উমাইরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় যে, মুসআ'ব পত্র মারফতে নবী (ﷺ)-এর কাছে পরামর্শ চান যে, তিনি মদিনার লোকদেরকে একত্রিত করতে চান। কারণ ইতোঃমধ্যে মদিনার প্রতিটি গৃহে ইসলাম প্রবেশ করেছে। নবী (ﷺ) তার এই চিঠির জবাব দিয়ে বলেন, "অতঃপর ইয়াহূদীদের শনিবারকে ভালো করে লক্ষ্য করো (অর্থাৎ- তারা কিভাবে তাদের 'ইবাদতের এই দিনকে পালন করে থাকে।) এরপর তোমাদের স্ত্রী সন্তানকে একত্রিত করো। জুমু'আর দিনের দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য দুই রাকআত সালাত পড়ো।" লক্ষণীয়, এখানে ইয়াহূদীদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো ইসলামী দা'ওয়াহ এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে; যা মূলত অনেক চ্যালেঞ্জ এবং টিকে থাকার লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল। বিশেষ করে মদিনায় ইয়াহূদীদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। মদিনার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য তাদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। এর মধ্যেই মুসআ'ব ইবনু 'উমাইর (رضي الله عنه) মদিনার বাড়িতে বাড়িতে ইসলামের শিকড় গেড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে আমরা দেখি, পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমে নবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য অনেক ঈমানদার একত্রিত হয় এবং দ্বিতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়, যা ইতিহাসে দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা বলা হয়।[৫০]

বাইয়াতের এই বিষয়টি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টি চিন্তাভাবনার ফসল ছিল; যা নতুন একটি রাষ্ট্র নির্মাণে এবং তা অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত করতে প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল। মদিনার এই ছোট্ট দলটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে মক্কায় এসে নবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের এই সাক্ষাতের বিষয়টি একেবারেই গোপনীয় ছিল। হজ্জের মৌসুমে মিনার দিনগুলোতে তারা নবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়।[৫১]

নবী (ﷺ)-এর পরিকল্পনা ছিল এই বিশেষ দলটি যেন সাক্ষাতের জায়গায় খুব সুশৃঙ্খলভাবে এবং সুসংঘটিত হয়ে আসে। কা'ব ইবনু মালিক (মৃ. ৫০ হি.) বলেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পরে আমরা নির্ধারিত স্থানে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। ঐ ইবনু সা'দ বলেন, তারা একজন দু'জন করে সংগোপনে বের হয়। আর রাসূল (ﷺ) আগে থেকেই নির্ধারিত জায়গায় অবস্থান করছিলেন। মাকরিযি (মৃ. ৮৪৫ হি.) উল্লেখ করেন, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা যেন কেউ জানতে না পারে এজন্য বিশেষ পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এবং 'আব্বাস সেই উপত্যকায় আসলেন। 'আব্বাস উপত্যকার মুখে 'আলীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন আর আবূ বক্‌রকে দাঁড় করালেন অপর একটি প্রান্তে। তারা যেন অত্যন্ত সচেতনভাবে পাহারা দেয় তিনি সেই নির্দেশ দেন। কাজেই বুঝা গেল, এই সাক্ষাৎটি এমন গোপনীয় সাক্ষাৎ ছিল যা 'আলী এবং আবূ বক্‌রের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যান্যরা জানতেন না।[৫২]

এভাবেই নবী (ﷺ) এবং আনসারদের মাঝে একটি সফল সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর আনসারী সাহাবীদের থেকে বাইয়াত নেন, অতঃপর তাদেরকে বলেন,

اثني إن موسى أخذ من بني إسرائيل إثني عشر نقيبا فأخرجوا لي منكم انقيبا.

[৪৬] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৩০; তারিখে তবারী- ১/৩৫৭; আল কামিল- ইবনুল আসীর, ২/৯৬।*
[৪৭] *তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২২০; আল আনসাব- বালাযুরি, ১/৮২৩৯।*
[৪৮] *নাযম- আদাবী, পৃ. ১০৭।*
[৪৯] *সিরাত ইবনু হিশাম- ১/৪৩৪, সিরাতে ইবনু ইসহাক- ২/৩৫৭।*
[৫০] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৫৪; তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২২২।*
[৫১] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৪০; আল আনসাব- বালাযুরি, ১/২৩৯।*
[৫২] *ইমতা'- মাকরিযি, ১/৩৫।*

"বানী ইস্‌রা-ইল থেকে ১২ জনকে নির্বাচিত করে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তোমরাও আমাকে তোমাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে নির্বাচিত করে দাও।"

সূরা আল মায়িদাহ্'র ১২ নং আয়াতে উল্লেখিত "আর আল্লাহ বানী ইস্‌রা-ঈল থেকে পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন নকীব নিযুক্ত করেছিলেন" বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।[৫৩]

কিন্তু ইবনু সা'দ উল্লেখ করেন, নবী (ﷺ) নিজেই সেই ১২জন নকিব বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন যে,

«فلا يَجِدَنَ مِنكُمْ أَحَدٌ فِيْ نَفْسِهِ أَنْ يُؤْخَذَ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِيْ جِبْرِيْلُ (عليه السلام)».

"আমার এই নির্বাচনের কারণে অন্যরা যেন কষ্ট না পায়, কেননা এই নির্বাচনটা স্বয়ং জিবরীল (আলাইহিস সালাম) করে দিয়েছেন।"[৫৪]

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ১৭৯ হি.) এই মতকে শক্তিশালী বলে মনে করে বলেন, এটা অনেক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একটি গোত্র থেকে একজন এবং আরেকটি গোত্র থেকে দু'জন লোক এসে সবশেষে একজন আনসারী বৃদ্ধ লোক এসে আমাকে বললেন যে, বাইয়াতের দিনে জিবরীল স্বয়ং তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। এ সকল ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার কারণ ছিল তারা সকলেই তাদের গোত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল। তাদেরকে নির্বাচিত করাটাই ছিল উপযুক্ত। নুকাবা নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে নবী (ﷺ) মদিনার বিভিন্ন গোত্র এবং শাখা গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ করতে সক্ষম হন। এটাই ছিল মদিনা শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রথম একটি দারুণ পদ্ধতি। এই নুকাবা তথা নির্বাচিত ব্যক্তিগণ নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন। তিনি তাদেরকে বলেন,

أَنْتُمْ كُفَلاءُ عَلَى قَوْمِكُمْ.

"তোমরাই হলে তোমাদের সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তি।" আর এই দায়িত্ব তাদেরকে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নতুন দ্বীনের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া; বরং তিনি নিজেও বলেছেন,

وَأَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِي.

আর আমি হলাম আমার সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল।[৫৫]

এ সকল নুকাবা আসন্ন নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের এই ভূমিকা অনেক সূক্ষ্ম এবং সুদূরপ্রসারী ছিল। নবী (ﷺ) আসআদ ইবনু যুরারাকে (মৃ. ১ হি.) নকিবদের প্রধান বানিয়ে দেন। আসআদের দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, কখনো কখনো তিনি নবী (ﷺ)-এর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করতেন। বালাযুরি (মৃ. ২৭৯ হি.) বর্ণনা করেন, সালিত ইবনু কাইস (মৃ. ১৩ হি.) আকাবার দিন বাইয়াতের জন্য উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন লোকেরা সব পৃথক পৃথক হয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে তিনি প্রধান নকিব আসআদের হাতেই বাইআত করেন। তেমনি মালিক ইবনু দুখশুমও আসআদের হাতে বাইআত করেন।[৫৬]

আমরা যদি ইয়াসরিবের গোত্রগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধি বা নুকবাদের নামের তালিকা নিয়ে গবেষণা করি তাহলে দেখব যে, খাযরাজের প্রতিটি উপগোত্র থেকে একজন বা দু'জন নকিব নির্বাচিত হন। আর আওস গোত্র থেকে মোট তিনজন নির্বাচিত হন। এই দু'টি বৃহত্তর গোত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এই বাইয়াতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে মদিনায় ইসলাম প্রচার সহজ হয়ে ওঠে। ইতিহাস অধ্যয়নে এও প্রমাণিত হয় যে, নুকাবাদের দায়িত্ব হিজরতের পরেও চলমান ছিল। ইমাম হাকিম (মৃ.৪০৫ হি.) উল্লেখ করেন, নাজ্জার গোত্রের নকিব আসআদ ইবনু যুরারাহ পহেলা হিজরিতে মৃত্যুবরণ করলে তার গোত্রের লোকেরা নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমাদের নকিব মৃত্যুবরণ করেছেন, আমাদের জন্য একজন নতুন নকিব নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন, আমিই তোমাদের নকিব।[৫৭]

ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, নকিবগণ মৃত্যুবরণ করার পরে এবং বদর (২ হি.) ওহুদ (৩ হি.) ও খন্দকে (৫ হি.) শাহাদাত বরণ করার পরে নবী (ﷺ) আর কাউকে নতুন নকিব নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন- সা'দ ইবনু খইসামাহ বদরে, সাদ ইবনু রবী ওহুদে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা মুতায় (৮ হি.) এবং সা'দ ইবনু মু'আয খন্দকে শাহাদাত বরণ করেন। তারা সকলেই নকীব ছিলেন।[৫৮]

প্রকাশ থাকে যে, গোত্রগুলো নিজেদের নকিব নিজেরাই নিযুক্ত করত। কিন্তু বানু নাজ্জার রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসেছিল কারণ তারা তাঁর মাতুল বংশ ছিল। এজন্যই তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার মামা বংশ, আমিই তোমাদের নকিব। এটি বানু নাজ্জারের জন্য একটি মর্যাদাকর ব্যাপার ছিল। নবী (ﷺ)-এর হিজরতের জন্য ইয়াসরিব ভূমিকে অনুকূল করতে ইসলামের এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর হিজরতের পরে ইসলামের দা'ওয়ায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে ইসলাম তার নবযাত্রার বৈপ্লবিক সূচনা করে। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৫৩] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৪৩*

[৫৪] *তবাকাতুল কুবরা- ইবনু সা'দ, ২/২২৩, মা. শা., ১/১৭২, ৩/৪৫২।*

[৫৫] *তবাকাতে ইবনু সা'দ- ৩/৬০৩, মা. শা., হা. ১/১৭২; আল অনসাব- বালাযুরি, ১/২৫৩, সীরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৪৬।*

[৫৬] *আল আনসাব- ১/২৫২।*

[৫৭] *মুস্তাদরাকে হাকিম- আবূ 'আব্দুল্লাহ আল হাকিম, ৩/১৮৬; তবাকাতে ইবনু সা'দ- ৩/৬৬১।*

[৫৮] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৭০৭।*

সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা

শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ)

অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

[৩য় পর্ব]

৪. মানহাজুস সালাফ একমাত্র সরল সঠিক পথ : এ জন্য আল্লাহ তা'আলা সলাতের প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়া ওয়াজিব করেছেন। আর এ মহান দু'আ সূরার শেষে আছে–

﴿اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾

"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করো" –আয়াতে সরল সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে কারণ সেখানে ধোকাময় বিচ্যুত আরো অনেক পথ রয়েছে। তাই আপনি মহান আল্লাহর কাছে চাইবেন তিনি যেন আপনাকে সকল প্রকার বিচ্যুত পথ থেকে দূরে রাখেন এবং সরল পথের দিশা দেন অর্থাৎ- তিনি যেন আপনাকে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালনা করেন এবং তার উপর অটল রাখেন। এ দু'আটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সলাতের প্রতি রাকআতে তিলাওয়াত করাকে শরীয়তসম্মত করা হয়েছে।

﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾-এর অর্থ নিয়ে গভীরভাবে একটু চিন্তা করুন তো! আর কারা এ পথের পথিক তা নিয়ে একটু ভাবুন তো! এ পথের পথিক তো তারা, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দিয়েছেন।

﴿صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

"তাদের পথ, যাদের উপর আপনি নিয়ামত দিয়েছেন, অনুগ্রহ করেছেন।" কাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন?

﴿مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا﴾

"সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন– তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!"

আর যখন আপনি মহান আল্লাহর কাছে এ পথের দিশা চাইবেন আরো দু'আ করবেন, তিনি যেন বিচ্যুত পথ থেকে আপনাকে রক্ষা করেন, আর বিচ্যুত পথগুলো তাদের পথ যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রুধান্বিত।

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ﴾

"তাদের পথ নয়, যাদের উপর আপনি রাগান্বিত।"

আর তারা হলো, ইয়াহূদী জাতী, যারা হক্ব জেনেছিল কিন্তু তার প্রতি 'আমল করেনি।

এ উম্মতের মধ্য হতে যারাই ইয়াহূদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, হক্ব জেনে তার প্রতি 'আমল করা থেকে বিরত থাকবে, তারাই ইয়াহূদীদের পথের উপর আছে, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা রাগন্বিত। কারণ সে হক্ব জেনেছে কিন্তু তার প্রতি 'আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। 'ইল্ম শিক্ষার্জন করেছে, আর 'আমল পরিত্যাগ করেছে।

আর প্রত্যেক যে আলেম জ্ঞানার্জন করে; কিন্তু সে জ্ঞানানুযায়ী 'আমল করে না, সেও "আল মাগযুবি আলাইহিম"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

﴿وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾

"আর তাদের পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট।"

আর তারা হলো, যারা অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার উপর থেকেই আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করে এবং যারা বেঠিক পথ, অনিরাপদ মানহাজ, কুরআন সুন্নাহর কোনো দলিলের প্রয়োজনবোধ না করে এবং বিদআতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে –অথচ প্রত্যেক বিদআত-ই ভ্রষ্টতা– মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে ও তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। যেমন- সে পথের উপর রয়েছে খ্রিষ্টানরা এবং প্রত্যেক যারা মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্য-সঠিক পথ ব্যতিরেকে এবং নিরাপদ মানহাজ ছেড়ে দিয়ে। তারা সবাই বিভ্রান্ত, সঠিক পথ ভ্রষ্ট এবং তাদের 'আমল বাতিল।

সুতরাং আমাদের উচিৎ হলো, প্রতি রাকআতে পঠিত এ জামে' দু'আটি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা, একগ্রচিত্তে তা দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং যথাযথভাবে তার অর্থ বুঝা, যাতে আমাদের দু'আয় সাড়া দেওয়া হয়।

সূরা আল ফাতিহাহ্ শেষে 'আমীন' বলতে হয়। 'আমীন'-এর অর্থ হলো– হে আল্লাহ! তুমি সাড়া দাও। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সূরাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে, তা একটি মহান দু'আ।

সালাফী মানহাজে অটল থাকার জন্য ধৈর্য আবশ্যক

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, যে ব্যক্তি নিয়ামতপ্রাপ্ত সালাফদের পথে চলবে তাকে পরীক্ষা করা হবে, বিপদে ফেলা হবে, সংকীর্ণতা আরোপ করা হবে, কষ্ট দেওয়া হবে, হেয়জ্ঞান করা হবে, লাঞ্ছিত করা হবে, হুমকি দেওয়া হবে। তাই এরূপ অবস্থায় প্রয়োজন ধৈর্য্যের। এ জন্য বিভিন্ন

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা।*

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যামানায় দ্বীন আঁকড়ে ধরে থাকা ব্যক্তি অঙ্গার হাতে নিয়ে থাকা ব্যক্তির মতো। কেননা সে কষ্টের সম্মুখিন হয়, মানুষদের পক্ষ হতে ক্ষতির সম্মুখিন হয়। যার কারণে মনে হয় সে যেন অঙ্গারের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই এরূপ অবস্থায় প্রয়োজন ধৈর্য্যের।

এ পথটি মোটেও ফুলের গালিচা বিছানো পথের মতো নয়। অনুরূপভাবে তাতে বিপদাপদ, কষ্ট কম নেই। তাছাড়াও তাতে রয়েছে মানুষদের পক্ষ থেকে অনিষ্ট। এ জন্যে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন, এ পথের উপর অটল থাকবেন। এমনকি আপনি আপনার রবের সাথে সাক্ষাত করবেন এমনাবস্থায় যে আপনি সালাফে সালেহীনের মানহাজে অবিচল। যাতে আপনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। দুনিয়ায় ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে পারেন। সালাফদের পথ ছাড়া সত্য সঠিক কোনো পথ নেই, এ পথে চলা ছাড়া মুক্তির কোনো দিশা নেই।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ও কিতাবাদিতে সালাফদের মানহাজকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, প্রকৃত সালাফী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর মর্যাদা হ্রাস করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, সালাফীরা কঠোর, উগ্র, তারা বেশি বেশি মানুষকে কাফির ট্যাগ দেয়। তারা অমুক এরূপ তারা সেরূপ...

কিন্তু তাদের এ অন্যায় অপপ্রচার সালাফীদের কোনো ক্ষতি করে না, তবে হ্যাঁ, যে সকল মানুষের ধৈর্য নেই, শক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস নেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে, তাদের ক্ষতি করে। অতএব অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

সালাফগণ কি সাধারণ দলের মতোই একটি দল?

এ ভ্রষ্টদের কেউ কেউ বলে, সালাফ আবার কারা? সালাফগণ তো অন্যান্য দলের মতোই একটি দল। অন্যান্য ফির্কাগুলোর মতোই একটি ফির্কা, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই একটি সম্প্রদায়। তাদের আবার কি এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে যে তাদের অনুসরণ করতে হবে?

এরূপ কথা তাদের কেউ কেউ বলে। সালাফদের কোনো বিশেষত্ব নেই তারা কেবলমাত্র একটি দল, অন্যান্য ফিরকার মতোই একটি ফিরকা। সে এরূপ কথা বলে এ জন্য যে, যেন আমরা সালাফদের মানহাজ থেকে সরে যায়।

সালাফদের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের এক উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসায় কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) وَرَضُوْا عَنْهُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকো। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا﴾

"আর কারো নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!"[৬১]

সালাফগণ ছিলেন 'আমল আখলাকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। এ জন্যে রাসূল (ﷺ)-এর সাথী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বাচন করেছেন। **–অনুবাদক** *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

---

[৫৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০০।*
[৬০] *সূরা আন্ নিসা : ৫৯।*
[৬১] *সূরা আন্ নিসা : ১১৫।*

ক্বাসাসুল হাদীস

পরশ্রীকাতরতা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ[★]

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বসা ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অচিরেই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক উপস্থিত হবে। তখন সেখানে একজন আনসার প্রবেশ করলেন, যার দাঁড়ি থেকে ওযূর পানি গড়িয়ে পড়ছিল, আর তার জুতা জোড়া তার বাম হাতে ছিল।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে অনুরূপ বললেন এবং উক্ত ব্যক্তি প্রথমবারের মতো পুনরায় আসলেন, তারপর যখন সে তৃতীয় দিন আসলো, তখনও রাসূল (ﷺ) অনুরূপ কথা বললেন। আর ঐ লোকটিও পূর্বের অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন।

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উঠে গেলেন, তখন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্র ইবনুল ‘আস লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, আমার পিতার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে, আমি তিনদিন বাড়ি যাব না বলে শপথ করেছি। আপনি যদি আমাকে আপনার কাছে আশ্রয় দিতেন (তাহলে ভালো হতো)।

লোকটি বললো, হ্যাঁ।

বর্ণনাকারী বলেন, ‘আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেছে, সে তিনদিন ঐ লোকের সাথে রাত্রি যাপন করে, কিন্তু সে তাকে রাতে উঠে ‘ইবাদত করতে দেখেনি। তবে যখনই সে ঘুমের প্রস্তুতি নিত এবং শয্যাগত হতো, তখনই মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করতো এবং মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতো।

তারপর সে ফজরের নামাযের জন্যই শুধু দাঁড়াতো।

‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তবে আমি তাকে ভালো ছাড়া আর কিছু বলতে শুনিনি, তারপর যখন তিন রাত অতিবাহিত হলো এবং আমি তার ‘আমলকে খাটো করে দেখছিলাম।

তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দাহ! মূলতঃ আমার ও আমার পিতার মাঝে কোনো ক্রোধ ও ঝগড়া বিবাদ নেই। কিন্তু আমি রাসূলকে তিনবার বলতে শুনেছি যে, তোমার কাছে এখনই একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে, আর তিন বারই আপনি প্রবেশ করেছেন। ফলে আমার ইচ্ছে হলো আপনার কাছে আশ্রয় নিয়ে দেখবো আপনি কি ‘আমল করেন, যা আমি অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু আমি আপনাকে অতিরিক্ত কাজ করতে দেখিনি। তাহলে আপনি কিভাবে সে স্থানে পৌঁছলেন যার কথা রাসূল (ﷺ) বলেছেন?

লোকটি বললো, যা দেখেছ, তাছাড়া আমার কাছে কিছু নেই।

তারপর আমি যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, যা দেখেছ, তা ছাড়া একটি কাজ আমি করি, তাহলো, কোনো মুসলমানকে আল্লাহ কল্যাণের যা কিছু দিয়েছেন সেটার প্রতি আমার অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না।

তখন ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এটাই তোমাকে ঐ স্থানে পৌঁছিয়েছে, যেটি আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।[৬২]

হিংসা হচ্ছে অন্যের ভালো কোনো কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কামনা করা। কেউ ভালো পথে চলতে থাকলে কিংবা ভালো কোনো কাজ করতে গেলে সেখান থেকে সে ফিরে আসা, বাধাগ্রস্ত হওয়া কিংবা ব্যর্থ হওয়ার কামনা করা। এগুলোই হিংসা। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অপরাধ। প্রথম এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণও হিংসা।

ইতিহাসের আরও পেছনের পাতায় আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইবলিসের যে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে তার অভিশপ্ত হওয়ার কথা, তার মূলেও তো একই এই হিংসা।

আবূ জাহল শেষনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্য বলে স্বীকার করেও মেনে নেয়নি তার বানু মখযূম গোত্রে জন্ম না হয়ে বানু হাশেম গোত্রে জন্ম হওয়ার কারণে।

এই হিংসা যার মধ্যে থাকবে না সেই মূলত প্রকৃত মু'মিন। ❑

★ *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[৬২] *আহমাদ- ৮ম খণ্ড, ই. ফা. বাং, পৃ. ৮৯-৯০, হা. ১০৯।*

বিশেষ মাসায়িল

সালাতের কাফ্ফারাস্বরূপ উমরী কাযা আদায় করা যাবে কি?

আরাফাত ডেস্ক : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ জীবন ব্যবস্থা একদিকে যেমন পরিপূর্ণ অন্যদিকে সুস্পষ্ট। এতে গোঁজামিলের কোন সুযোগ নেই। এর প্রতিটি বিধান বাস্তবে অনুশীলন করে দেখানো হয়েছে। রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রদর্শিত এ জীবন বিধানের নামই তাঁর সুন্নাত। আর বিদআত হলো শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই এমন কিছু দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবন করা। আমাদের দেশের কোনো কোনো 'আলেম মৃত্যুর পূর্বে কোনো ব্যক্তির বাদ পড়ে যাওয়া সালাতের নির্ধারিত কাফ্ফারার প্রচলন করেন। এ ক্ষেত্রে তারা রোযার সাথে একে তুলনা করে থাকেন। অথচ এভাবে কোনো 'ইবাদতের প্রচলন করার ইখতিয়ার কারো নেই। ইসলামের মৌলিক 'ইবাদতের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাতের বিষয়টি অন্যসব মৌলিক 'ইবাদতের চাইতে ব্যতিক্রম। অন্যসব মৌলিক 'ইবাদতের কাফ্ফারাহ অথবা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আছে। কিন্তু সালাতে তা নেই। শারীরিক অসুস্থতা কিংবা অপারগতার দোহাই দিয়ে তা অন্যকে দিয়ে আদায় করা যাবে না। কিংবা কোনো আর্থিক কাফ্ফারার বিনিময়েও সালাতকে বাদ দেয়া যায় না। ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত তথা হুশ থাকা অবস্থায় তার জিম্মা থেকে সালাতের দায়িত্ব রহিত হয় না। সে দাঁড়ায়ে না পারলে বসে পড়বে, বসতে না পারলে শুয়ে পড়বে, শুতে না পারলে যেভাবে সে সক্ষম সেভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা করে এবং বলে– হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই এগুলোকে অযথা সৃষ্টি করোনি। পবিত্র ও মহান তোমার সত্তা। আমাদেরকে তুমি আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করো।"[৬৩]

'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : রাসূল (ﷺ) তার প্রতিটি মুহূর্তেই মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করতেন।[৬৪]

অতএব, সালাত এবং সালাতের বাইরে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : "তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি তা (দাঁড়াতে) না পারো তাহলে বসে সালাত আদায় করো। যদি তাও (বসতেও) না পারো তাহলে (শুয়ে) তোমার পার্শ্ব ফিরেই সালাত আদায় করো।"[৬৫]

প্রকৃত কথা হলো– সালাত কাযা করার কোনো সুযোগ মূলতঃ ইসলামী শরীয়তে রাখা হয়নি। তাই এর কোনো কাফ্ফারারও প্রশ্ন আসে না। ব্যক্তির জ্ঞান লোপ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সালাত আদায় করতেই হবে। যদি তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, অথবা সে ঘুমে থাকে এমতাবস্থায় তার উপর সালাত ফরয থাকে না। কিন্তু যখনই সে জ্ঞান ফিরে পাবে ও ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং তার মনে পড়বে যে, সে সালাত আদায় করেনি, অথবা মারাত্মক কোনো বিপদের কারণে তার একাধিক সালাত কাযা হয়ে গেছে, তখন সে শীঘ্রই সালাতগুলো আদায় করে নেবে। আর যদি এ সুযোগ আসার আগেই সে মৃত্যু বরণ করে তাহলে তার অপারগতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকড়াও করবেন না; বরং মাফ করে দেবেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সচেতন ও সজ্ঞান থেকে, বুঝে শুনে ইচ্ছে করে বছরের পর বছর বেপরোয়াভাবে সালাত ত্যাগ করে চলবে আর মৃত্যুর সময় যৎ-সামান্য কাফ্ফারা দিয়ে পার পেয়ে যাবে, তা কি করে হতে পারে? অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো– আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো সালাতের কথা ভুলে যায় সে যেন তা তখনই পড়ে নেয়, যখন তার তা স্মরণ হয়। এটি ছাড়া এর আর কোনো কাফ্ফারা নেই।[৬৬]

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে– "অথবা কেউ যদি সালাতের ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে যায়, তাহলে তার কাফ্ফারাহ হলো যখনই সালাতের কথা স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নেবে।"[৬৭]

অতএব সালাতের ক্ষতিপূরণ কেবল সালাত দিয়েই হতে পারে। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা দিয়ে কিংবা অন্যকোনো ব্যক্তিকে দিয়ে বদলা আদায়ের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ হবে

---

[৬৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯১।*
[৬৪] *আল জামি' আত্ তিরমিযী- ৫ম খণ্ড, ৪৬৩ পৃ.।*
[৬৫] *সুনান আদ্ দারাকুত্বনী- 'আলী ইবনু 'উমার আবুল হাসান, বৈরুত : দার আল মা'রিফাহ, ১৩৮৬, ১ম খণ্ড, ৩৮০ পৃ.।*
[৬৬] *আল কুবরাহ- ২য় খণ্ড, ৪৫৬ পৃ. ও আবূ দাউদ- ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃ.।*
[৬৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃ.।*

না, যেমনটি রোযা, হজ্জ ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশের এক শ্রেণির 'আলেম মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে রোগশয্যায় থাকাকালীন যে কয় ওয়াক্ত সালাত পড়তে পারেনি, সে কয় ওয়াক্ত সালাতের কাফ্ফারা ধরে তা পরিশোধ করার জন্য তাকিদ করে থাকে। এ ব্যক্তির উপর দশ বছর বয়সে যে সালাত ফর্‌য হয়েছিল সে মৃত্যু পর্যন্ত কত শত ওয়াক্ত সালাত আদায় করেনি, তার কোনো কাফ্ফারা হিসাব করা হয় না। আবার সালাত ছাড়া তার গোটা জীবনে যে, আরো কত ফর্‌য বাদ পড়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারাহ কি হবে তাতো হিসাব করা হয় না। বিশেষতঃ যাকাতের ব্যাপারটিতো কখনো হিসাব করা হয় না। আর এটি কি করেই বা হিসাব করা সম্ভব? উপরন্তু শির্ক, বিদআত ও অসংখ্য হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে সে যে পাহাড়সম গুনাহ কামিয়েছে তারই বা কি হবে? শুধু বিগত কয়েক ওয়াক্ত সালাতের কাফ্ফারাহ দিয়েই কি মুক্তি পাওয়া যাবে? যদি তা না হয়, তাহলে সালাতের কাফ্ফারাহ এরূপ মনগড়া প্রথা চালু করে এ প্রহসন দেখানো হচ্ছে কেন? শরীয়তের বিধানকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করে নতুন বিধান রচনা করার ইখতিয়ার ইসলাম কাউকে দেয়নি। আমাদের সমাজের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে তাদের নিজেদের জীবনে বাদ পড়ে যাওয়া সালাতগুলোর কাযা করতে দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তের সালাতকে দু'বার করে আদায় করেন। একটি হলো সেদিনের ওয়াক্তিয়া সালাত, আর একটি হলো অতীতের বাদ পড়ে যাওয়া ঐ ওয়াক্তের সালাত। এই সালাতকে তারা 'উমরি কাযা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কুরআন ও সুন্নায় এই সালাতের কোনো ভিত্তি নেই। সালাত হলো সময়ের সাথে বেঁধে দেয়া একটি 'ইবাদত।

সময় না আসলে এই 'ইবাদতটি বান্দাহর উপর ফর্‌য হয় না। আর কোনো কারণে সময় চলে গেলে পরবর্তী নিকটতম সময়ে মনে হওয়া বা সুযোগ হওয়া মাত্রই এটি আদায় করে নেয়া একজন মু'মিনের উপর ফর্‌য। সময়ের বাইরে আদায় করা এই সালাতকে কাযা বলে। কারো নিকটতম অতীতের এক বা একাধিক সালাত এভাবে না পড়া হয়ে থাকলে তিনি তা কাযা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে আদায় করে নেবেন। আর ভবিষ্যতে এরূপ না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে ওয়াদাবদ্ধ হবেন। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কেউ সালাত না পড়ে থাকলে পরবর্তী মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর সংশ্লিষ্ট এ সালাতের সময় তার অতীতের সালাতের কাযা করার কোনো বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই; বরং এ সুযোগ থাকলে মানুষ প্রায়শঃই এভাবে কারণে অকারণে সালাত বাদ দিয়ে থাকবে, আবার পরবর্তীতে নিজের সুবিধামত কাযা করতে থাকবে। অথচ কোনো মানুষের এটা জানা নেই যে, সে আগামী ওয়াক্তের সালাতের সময় বেঁচে থাকবে কি-না। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইসলামে নারীদের অসুস্থতা জনিত কারণে বাদ পড়ে যাওয়া সালাতগুলোও পরবর্তীতে আর কাযা করতে হয় না। এরূপ বিধান থাকলে এটা মানুষের জন্য মারাত্মক বোঝা হয়ে যেত এবং সালাত কাযা করার ব্যাপারেও মানুষ বেপরোয়া হয়ে যেত।

মানুষের দীর্ঘ সময়ের বাদ পড়ে যাওয়া অতীতের সালাতের ব্যাপারে তাই ইসলামের বিধান হচ্ছে সঠিকভাবে তাওবাহ্ করে ফেলা। আর পরবর্তীতে দৈনন্দিন সালাতকে তার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। রাসূল (ﷺ)-এর বয়স্ক সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণের পর তাদের অতীতের বড় বড় পাপের ব্যাপারে তাদের করণীয় জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে এ উপদেশ দিতেন এবং বলতেন : "ইসলাম অতীতের সব কিছুকে মিটিয়ে দেয়।" অর্থাৎ- কোনো ব্যক্তি নতুন করে ইসলামে প্রবেশ করলে তার অতীতের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। তাই অতীতের পাপের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির সঠিকভাবে অনুশোচিত হওয়ার অর্থই হলো যে, তিনি তার ভবিষ্যত জীবনে আর সে পাপ করবেন না এবং অন্যান্য পূণ্য কাজ তিনি বেশি বেশি করবেন। রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তাই করতেন। তাদের কাউকে অতীতের বাদ পড়ে যাওয়া সালাতের 'উমরি কাযা করতে দেখা যায়নি। অবশ্যই আমাদের সমাজে যারা বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ না করে কেবল বংশানুক্রমে মুসলিম তাদের বেলায় এমনটি হয়ে যেতে পারে। যেমন- অনেকে পুরো যৌবনকালটাই বেনামাযী হয়ে কাটিয়ে দেয়। তার এক সময়ে সমবয়সী কারো মৃত্যুর পর বোধ ফিরে আসে। তিনি কি তখন 'উমরি কাযা করবেন? না তার ক্ষেত্রেও সঠিক তাওবাই হলো এর একমাত্র সমাধান।

অতএব, ইসলামের পক্ষ থেকে এরূপ সুযোগ প্রাপ্তির পর তাওবাহ্ করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের বিধানের দিকে ফিরে আসাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। আর নিজের অতীতের গুনাহের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যত জীবনে ইসলামের পক্ষে নিজের সকল ভূমিকাকে আরো শানিত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা 'উমরি কাযা একটি সুস্পষ্ট বিদআত এবং শুধু বিদআতই নয় এটি ইসলামের আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ারও শামিল। ❑

সমাজচিন্তা

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

[৪র্থ পর্ব]

একজন মানুষ কি সেচ্ছায় তার নিজের লিঙ্গ কর্তন করে খোঁজা বা খাসী হয়ে যাওয়ার অবকাশ রাখে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৬৮]

ইবলিশের অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا﴾

"আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন এবং সে বলেছে, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব'। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।"[৬৯]

تَغْيِيْرُ خَلْقِ اللهِ মহান আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা তিনভাবে হয়। প্রথম এটা, যা এখন আলোচিত হলো। যেমন- কান কাটা, চিড়া এবং ছিদ্র করা। এছাড়াও আরো কয়েকভাবে তা করা হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা চাঁদ, সূর্য, পাথর এবং আগুন ইত্যাদি অনেক জিনিস বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে সেগুলোকে উপাস্যে পরিণত করা। আবার পরিবর্তনের অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পরিবর্তনও হয়। ট্রান্সজেন্ডার, পুরুষের স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা অনুরূপ মহিলাদের গর্ভাশয় কেটে ফেলে তাদের সন্তান জন্মানোর যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করাও এই পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। মেকআপের নামে ভ্রূর চুল চেঁছে নিজের আকৃতির পরিবর্তন করা এবং চেহারা ও হাতে দেগে নকসা করা ইত্যাদিও এরই মধ্যে শামিল। এ সবই হলো শয়তানী কার্যকলাপ, তা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

"অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দ্বীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৭০]

এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এর মাঝে একটি হচ্ছে তোমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করো না।[৭১] হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবজাতক ফিত্রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে

[৬৮] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮৭।*
[৬৯] *সূরা আন্ নিসা : ১১৮-১১৯।*
[৭০] *সূরা আর্ রূম : ৩০।*
[৭১] *ফাতহুল কাদীর।*

ইয়াহূদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক করে, যেমন- চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ?”[৭২] হাদীসে এসেছে,

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ) يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ (ﷺ) فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ (ﷺ) قَدْ غُفِرَ لَه "مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَه" لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

“আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনজনের একটি দল নবী (ﷺ)-এর ‘ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী (ﷺ)-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো– তখন তারা ‘ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় সওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি মহান আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।”[৭৩] হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

“‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলেছেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বৈবাহিক জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম সে যেন বিয়ে করে। কারণ তা দৃষ্টিকে নিচু করে দেয় এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যে (ভরণ-পোষণে) সমর্থ না হয়, সে যেন সাওম (রোযা/সিয়াম) পালন করে। কারণ তা তার যৌন কামনা দমনকারী।”[৭৪]

অর্থাৎ- কেউ যদি বিয়ে করার সামর্থ্য না রাখে তবে সে সিয়াম পালনের মাধ্যমে নিজের যৌন কামনাকে দমন করবে। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ (رضي الله عنه) قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ "يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ".

“‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ- নিকাহে মুত্ব‘আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ.[৭৫]

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সরাসরি খাসি হতে নিষেধ করেছেন। উল্লেখ্য পরবর্তীতে মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় চিরতরে।[৭৬]

[৭২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৮৫।*

[৭৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৬৩।*

[৭৪] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩২৭০।*

[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৬১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৩২৮০।*

[৭৬] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩২৮৯, ৩২৯০, ৩২৯২, ৩২৯৬, ৩২৯৭, ৩২৯৮, ৩৩০০।*

অপর এক হাদীসে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُوْلُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذٰلِكَ لَاخْتَصَيْنَا.

"সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন, 'উসমান ইবনু মাযঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে (তা করতে) নিষেধ করে দেন। তিনি যদি তাঁকে অনুমতি দিতেন তবে অবশ্যই আমরা নিজেদের খোঁজা করে নিতাম।"[৭৭]

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ.

"ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করি। আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি খাসি হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন।"[৭৮] হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চির কৌমার্য হতে নিষেধ করেছেন।"[৭৯]

উপরোক্ত সবগুলো হাদীসেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, কেননা খাসি করলে মানুষ সারাজীবনের জন্য সে মিলনের সুখ-শান্তি, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে এবং মানুষকে বঞ্চিত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে ক্বওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[৮০]

নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনের মাধ্যমে সুখ ও যৌন আকাংখা পূরণ

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ".

"জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কাউকে কোনো স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তা তার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে মিলন করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করবে।"[৮১]

এবং নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনের মাধ্যমেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সওয়াব রেখেছেন মর্মে হাদীসে এসেছে,

وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ...আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সাদাক্বাহ্। তারা জিজ্ঞাসা করেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্খা সহকারে স্ত্রী সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে? তিনি বলেন : তোমরা কি দেখো না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গুনাহগার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধভাবে করে তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সওয়াব পাবে।"[৮২] *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৭৭] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩২৭৬।*
[৭৮] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৪৭০৫।*
[৭৯] *সুনান আন্ নাসায়ী- ই. ফা. বাং, হা. ৩২১৬।*
[৮০] *সূরা আর্ রূম : ২১।*
[৮১] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩২৭৯।*
[৮২] *আন্ নওয়াবীর চল্লিশ হাদীস- হা. ২৫; মুসলিম- হা. ১০০৬।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

–এম এ মতিন*

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের স্মার্ট হিসাবে গড়ে তোলা। প্রতিটি নাগরিক যখন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদনে সক্ষম হবেন তখনই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো– স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। সরকার ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি জনশক্তি স্মার্ট হবে। তাঁর ভাষায়, স্মার্ট বাংলাদেশ-এর অর্থ হচ্ছে দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, যাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, 'আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মযোগ্যতা' সবকিছুই ই-গভর্ণান্সের মাধ্যমে হবে। ই-এডুকেশন, ই-হেলথসহ সবকিছুতেই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে। ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা তা করতে সক্ষম হবো এবং সেটা মাথায় রেখেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। *[সূত্র : আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনে দেওয়া সভাপতির বক্তব্য]*

উল্লেখিত কার্যাবলী বাস্তবায়নে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের বিকল্প নেই। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ ও তার যথাযথ সংরক্ষণ। এ জন্যে প্রয়োজন অতিসাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং মননশীল পাঠক তৈরি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ বাস্তবানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্যে প্রতিবছর সারাদেশে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়।

'গ্রন্থাগারে বই পড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি' –এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিত, বেলিডসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার সংস্থা, গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালসমূহ ও বিভিন্ন দেশের অনিবাসী নাগরিকগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার এবং পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে ঝাঁকজমকপূর্ণভাবে ৭ম জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন করছে। বিজ্ঞ বিশিষ্টজনেরা দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

দেশের সকল স্তরের মানুষকে বিশেষ করে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদেরকে অধিকতর গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা, জাতিগঠনে গ্রন্থাগারের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা, দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলোতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর সর্বশেষ প্রকাশিত বই ও সাময়িকীর তথ্যাদি প্রদান, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা ও মতবিনিময়, মননশীল সমাজ গঠনে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং পাঠক তৈরির মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এবং গ্রন্থাগারকর্মী ও পেশাজীবী, লেখক, প্রকাশক, পাঠক বিশেষ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় ৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ঘোষণা করেন। এরপর থেকে প্রতিবছর ৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানাহ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি উদযাপন করে আসছে।

এই দিবস পালনের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক সবাই বই পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন এবং নিজেদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নততর ফলাফল অর্জন করবেন এবং সার্বিকভাবে জীবনমানের উন্নতি ঘটাবেন। বলা দরকার যে, গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার এই কাজ আমরা যদি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নের এজেন্ডা মাথায় রেখে অগ্রসর হই তাহলে স্মার্ট গ্রন্থাগার স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই।

সরকারীভাবে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ঘোষণার ফলে দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন এন জি ও পরিচালিত গ্রন্থাগারসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের

* ***উপদেষ্টা,*** *গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ও প্রক্টর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪১ এবং* ***প্রাক্তন পরিচালক,*** *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা।*

মধ্যে একটি কার্যকর এবং ফলপ্রসু সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ সমন্বয়ের ফলে দেশের গ্রন্থাগারসমূহের ব্যবহার, গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

দিবসটি ঘিরে সারা দেশের সকল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিষয়ক সংগঠন নানামুখী কর্মকাণ্ডে মুখর থাকে। তাতে সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিষয়ে আগ্রহ ও সচেতনটা সৃষ্টি হয়েছে এবং পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতিদিনকার নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় 'লাইব্রেরী আওয়ার' চালু করেছে। বিষয়ভিত্তিক ক্লাশের মত প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীগণ পালাক্রমে গ্রন্থাগারে গিয়ে কমপক্ষে এক ঘন্টা পড়াশুনা করছেন।

একটি জাতির মেধা ও মনন, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও লালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেজন্য বলা হয় গ্রন্থাগার হলো সমাজ উন্নয়নের বাহন। আমাদের দেশের সরকার প্রধানগণও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিভিন্ন সময় গ্রন্থাগারমুখী ব্যাপক উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন সরকার কর্তৃক দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃশ্যমান একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের উদাহরণ বিদ্যমান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেরে বাংলা নগরস্থ 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার'। ঢাকাস্থ শাহবাগ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাও তাঁরই পরিকল্পনার অংশ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারে সহকারি গ্রন্থাগারিকের একটি করে পদ সৃষ্টি করেন। এছাড়া প্রতিটি জেলায় গণগ্রন্থাগার রয়েছে এবং উপজেলায় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদ গ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ৭ম জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার ও শিক্ষার মান পর্যালোচনার সময় এসেছে। আমরা জানি, যে জাতির গ্রন্থাগার যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। আমরা এও জানি যে, বর্তমান যুগে কোনো জাতির উন্নয়নের ব্যারোমিটার বা পরিমাপক হচ্ছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ অর্থাৎ- যে জাতি যত বেশি পরিমাণে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহার করে সে জাতি তত বেশি উন্নত। গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহারের বর্তমান মানদণ্ড হচ্ছে বৈশ্বিক জ্ঞান সূচক, বৈশ্বিক অর্থনীতি সূচক এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বৈশ্বিক র‍্যাংকিং।

বিগত দেড় দশকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদনশীলতা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাত, মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ফলত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ অনুন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের তালিকায় নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছে। আশা করা যায়, প্রয়োজনীয় সকল চলকে [গ্রস ন্যাশনাল ইনডেক্স (জিএনআই), হিউম্যান এসেটস ইনডেক্স (এইচএআই) এবং একোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স (ইভিয়াই),] ঈপ্সিত ফলাফল অব্যাহত রাখতে পারলে ২০২৬ সাল থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে স্বীকৃত হবে। আর্থ-সামাজিক খাত ছাড়াও উল্লেখিত সময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্‌রাসা, কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রভুত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু বৈশ্বিক জ্ঞানসূচকে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলদেশকে ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছাতে গ্রন্থাগার ব্যবহার ও শিক্ষার মানের আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান অর্থনীতির সূচকে ভালো পারফরম্যান্স করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে ধারাবাহিকভাবে খারাপ করে চলেছে। এই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষায় প্রতি বছর বিভিন্ন সংস্থা যে বৈশ্বিক র‍্যাংকিং করে তাতে প্রথম ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই।

এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, গবেষণা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ সব কিছুতেই সংস্কার আনা প্রয়োজন।

আমাদের করণীয় : স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি, এক কথায় স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরে প্রযুক্তিভিত্তিক পড়াশুনার মান বাড়াতে হবে। পড়াশুনার মান তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি গ্রন্থাগারে গিয়ে বিষয়সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত রেফারেন্স বই পড়ে নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। সেই সাথে অনলাইনে শিক্ষক প্রদত্ত ওয়েবসাইট (একাধিক হতে পারে) ব্রাউজ করে নিজের জ্ঞানস্তরকে সমৃদ্ধ করবেন। *[১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

নিভৃত ভাবনা

মুসলিম মানস ও উন্নত চেতনা গঠনে “সাপ্তাহিক আরাফাত” ও “মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”-এর যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভূমিকা

–মাযহারুল ইসলাম*

যুগের চাহিদায় একটি উন্নত জাতি গঠনে এবং তাঁদের সচেতনতা সৃষ্টি করতে সময়ের তাড়নায় নানান ধরনের পত্রিকা, সংবাদ পত্র, সাময়িক, মাসিক, দ্বি মাসিক কিংবা পাক্ষিক পত্রিকা, সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। মানবমনে সঠিক বিষয়ে অবগত করার স্পীরিট সৃষ্টি করা এবং জনমত গড়ে তোলে একটি উন্নত, সমৃদ্ধশালী, জ্ঞান নির্ভর জাতি গড়ে তোলার জন্য নানান প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা একটি পত্রিকা একটি জাতির মুখপাত্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য ছাড়াও সামগ্রিকভাবে মারাত্মক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে সব কিছুর ধারক, বাহক হিসেবে যুগের পর যুগ চলমান ইতিহাসে সময়ের পদরেখায় স্মৃতির বাহন হিসেবে সাক্ষী থাকে এবং সেইসাথে আমাদের সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস বলছে, বাঙালি মুসলিম উন্নত চিন্তাশক্তি, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি থেকে মারাত্মক লজ্জাজনক পিছিয়ে থাকার মধ্যে অন্যতম একটি কারণও এটি বটে। এজন্য ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিঃপর্বই প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমানের জন্য নবজাগরণের সূচনা কাল[৮৩]। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে প্রথমে পাবনা থেকে এবং পরবর্তী কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক “তর্জুমানুল হাদীস” পত্রিকা। ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)’র সাহসী চিন্তা চেতনা আর দূর্বার মনোবল, পাহাড়সম দৃঢ়তায় দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আহলুল হাদীস সমাজকে একটি ঐক্যবদ্ধ কাতারে জামা‘আতে করার লক্ষ্যে এবং সেইসাথে আহলুল হাদীস সমাজের ‘আক্বিদাহ্ ও ‘আমলের নেতৃত্ব প্রদান করার মুখপাত্র হিসেবে জাতির সামনে তিনি মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। পত্রিকার মানকে সময়ের চাহিদায় আরও উন্নত সমৃদ্ধশালী ও পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্য, রুচিসম্মত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা প্রকাশ করেন।

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) তৎকালীন সময়ে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি গণজাগরণ সৃষ্টি করেন এবং এই পত্রিকা এত উন্নত, সমৃদ্ধশালী হওয়ায় খুব অল্প সময়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। গোটা বাংলা ও আসাজুড়ে বাংলাভাষীদের নিকটে “তর্জুমানুল হাদীস” পত্রিকা পাঠকের ব্যাপক জুড়ি মেলে। ১৯৫৬ সালে পাবনা থেকে ঢাকাতে তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকার অফিস স্থানান্তর হয়। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মৃত্যু অবধি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা প্রকাশনার পাশাপাশি বাংলার আহলে হাদীস সমাজকে সহীহ সুন্নাহর জ্ঞানে বলীয়ান করার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক প্রকাশনা “সাপ্তাহিক আরাফাত”-এর সূচনা করেন ১৯৫৭ সালে। মুসলিম সমাজের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে যাবতীয় সংকীর্ণ মানসিকতা, কোন্দলকে পদদলিত করে ঐক্যের সুরে একই প্লাটফর্মে অবস্থান করার লক্ষ্যে তিনি এই সাহসী অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম ও মুসলিমদের অতীত মহিমা বিস্তারিত বর্ণনা এবং কুসংস্কার নির্মূল করণ ও সেইসাথে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ওয়াহীভিত্তিক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মানসকে জাগ্রত করাই ছিল এই দুই পত্রিকার মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এযাবৎ তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা ও সাপ্তাহিক আরাফাত সেই সুরেই বেজেছে। সময়ের চাহিদায় যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে পত্রিকাকে সন্নিবেশিত করা এবং পাঠককে সচেতন, জ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা, সুচিন্তিত পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পত্রিকা দু'টির নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজের যে পারস্পরিক কোন্দল, ঝগড়া, বিবাদ এবং ক্ষমতা ও পদবির লোভে দলাদলি, বিভক্তি ফিতনার বহমান স্রোত আমাদের অতীত উজ্জ্বল ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্য, শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের জাতিসত্তাকে জাতির সামনে তুলে ধরার মতো মানসম্মত কোনো প্রিন্ট মিডিয়া নেই যা আমাদের পক্ষ থেকে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা জীবনের সার্বিক দিক থেকে আমাদের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করা এবং সেইসাথে আমাদের গোটা মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে এমন জ্ঞান সমৃদ্ধ পত্রিকা যা গোটা আহলে হাদীস সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে নেতৃত্ব দিবে এবং এই পত্রিকা হবে একটি আদর্শবাদী সমাজ

* *শিক্ষক হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।*

[৮৩] *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত- মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পৃ. ১১।*

সংস্কারক দীর্ঘ মেয়াদি। যা আমাদের হেদায়াতের পথে দিকনির্দেশনা নিবে। এই চিন্তা এবং কার্যকারী অবদান রাখতে পারে সেই দিক লক্ষ্য করেই তো মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) একটি দূরদর্শী সমাজ বিনির্মাণক প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করেন। সমাজে হাদীসের নামে জাল য'ঈফ এবং মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনী যেভাবে দখল করে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ কুরআন, সহীহ সুন্নাহর পরিশুদ্ধ 'আমল, আখলাক সংক্রান্ত দালিলিক আলোচনা, দিকনির্দেশনা মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত যুগের পর যুগ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছে। দেশের এবং বিদেশের উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানীদের বিভিন্ন আর্টিকেল, কিতাবের সারাংশ, অনুবাদ প্রকাশ করার মাধ্যমে জাতির জ্ঞানের খোরাক প্রদান করছে। একটি দূরদর্শী জাতি গঠনে এই পত্রিকা দু'টির যুগের মহাসাক্ষী। তাই তো মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকার প্রশংসা করতে গিয়ে প্রখ্যাত লেখক, শিক্ষাবিদ ড. এনামুল হক বলেন :

"তর্জুমানুল হাদীস-এর প্রথম সংখ্যা লাভ করিয়া দেখতেছি, চেতনাহীন বাংলা ও আসামের মুসলমান এতদিনে তাহাদের হারানো আত্ম-সন্ধি ফিরি পেয়েছে।"[৮৪]

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা বাঙালি মুসলিম সমাজের চিন্তার দৈন্যতা, অপরিপক্ক দূরদর্শিতা ছাড়াও সামাজিক, আর্থিক এমনকি রাষ্ট্র কেন্দ্রিক সমস্যার নিরুপন করে একটি সঠিক, সুন্দর পথের দিশা দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রকাশ করে। যেমন- "গনতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি" প্রবন্ধ পরবর্তীতে প্রকাশ করে "বিশ্বের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা"। এরপর মহামূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করা হয় "আল ইসলাম বনাম কমিউনিজম" শিরোনামে সমকালীন বিশ্বে কমিউনিজম মতবাদের সাথে ইসলামের যে আদর্শিক অবস্থান ও আসমান জমিন পার্থক্য তা বিশ্লেষণধর্মী তুলনা মূলক আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এরপরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী লেনদেনের বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয় "ইসলামী অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্র"। এমনিভাবে সময়ের পদরেখায় সমাজ সংস্কারে বহুমাত্রিক প্রতিভার বিচ্ছুরিত তথ্য সমৃদ্ধ লেখনীর মাধ্যমে পত্রিকা দু'টি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) উচ্চ শিক্ষিত সম্মানী ব্যক্তিদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে দল মত নির্বিশেষে তিনি সকলের কাছে প্রিয়ভাজনও ছিলেন। তাঁর অনুপম আদর্শ ও আখলাকে মানুষ মুগ্ধ হওয়ার ফলেই তাঁর সাহচর্য অর্জনের জন্য অনেকেই প্রহর গুনতো। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী চেতনার ধারক ও বাহক। সেই দিক থেকেই তিনি একটি শিক্ষিত, জ্ঞানী সমাজ উপহার দেওয়ার নিমিত্তেই সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা সাহসিকতার সাথে প্রকাশ করেন। যুগোপযোগী হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেন। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন সময়ের নাজুক অবস্থায় বিশুদ্ধ মানের তথ্য বলিষ্ঠ একটি নির্ভেজাল পত্রিকার সূচনা বাঙালি ভাষাভাষীদের জন্য আঁধারে আলোর মত পরিস্ফুটিত হয়। সঠিক পথ হতে পথচ্যুত মুসলিম সঠিক পথের দিশা পায় এবং সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলে মহান আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের কাতারবন্দী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষমতা অর্জন করে। শত যুল্‌ম ও জুলুমতের বিভৎস চিত্র ও নিস্পেষন যাদের তিলে তিলে শেষ করার উপক্রম করেছিল, শক্ত অবস্থান নিয়ে জালিম আর যুল্‌মের বিরুদ্ধে গলা উঁচু করে নিজের নিরপরাধ ও ন্যায্য প্রাপ্যর হিসাব নিতে প্রহর গুনেছিল সেই সকল মজলুমের জন্য সত্যের ধ্বনিকে উচ্চারিত করার জন্য এবং ন্যায়, সত্য সঠিক পথের পক্ষে থেকে জালিমের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত কোষের মতো আবির্ভাব হয় সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কখনও মিথ্যার সাথে কোনো প্রকার আপোষ না করেই দ্বিধাহীন চিত্তে পথ চলেছে পত্রিকাদ্বয়।

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র নিজ হাতের সম্পাদনায় মৃতপ্রায় সমাজ ব্যবস্থা ও নিদারুণ নাজুক পরিবেশকে তিনি উজ্জীবিত করেন। সকলের মধ্যে সমাজ সংস্কারের চেতনার উদ্রেক সৃষ্টি করেন এবং পত্রিকাকে তাঁদের জন্য উত্তম আলোকবর্তিকা হিসেবে রেখে যান। সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা সামগ্রিকভাবে সমাজ সংস্কারের প্রায় প্রত্যেক সেক্টরে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে– আহলুল হাদীস সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকার পরও এর গ্রাহক, পাঠক সংখ্যা নিতান্তই কম। কারণ হলো আমরা পড়ি না, ইতিহাস জানি না কিংবা পত্রিকা কেনার ক্ষেত্রে কৃপণতা করি! এসব কারণের পাশাপাশি আরেকটি কারণ হলো– বিভিন্ন সংগঠন ও ফাউন্ডেশন, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মুখপাত্র হিসেবে পত্রিকা প্রকাশ। ফলে পাঠকদের এত বেশি পত্রিকা কেনার ক্ষেত্রে গরিমসি, দোটানায় পড়ে। ফলশ্রুতিতে পাঠকদের আশানুরূপ তেমন সাড়া না পাওয়ায় বরাবরই আমাদের অতীতের ত্যাগের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় এবং সেইসাথে আমাদের লজ্জিত হতে হয়। অথচ খ্রিষ্টান

[৮৪] *তর্জুমানুল হাদীস- ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সফর, ১৩৬৯ হিজরি, পৃ. ১০০।*

মহল তাদের বিকৃত ধর্ম প্রচার প্রসারের জন্য তাদের একটি পত্রিকা "ওয়াচ টাওয়ার" মাসিক হওয়া সত্ত্বেও মাসে দু'বার ছাপাতে হয়। এর পাঠক সংখ্যা দুই কোটি আট লাখ ত্রিশ হাজার এবং এটি পৃথিবীর ১৩০টি ভাষায় ছাপানো হয়। এই হলো খ্রিষ্টান মহল ও অমুসলিম জগতের বিকৃত ধর্ম প্রচারের নমুনা। অথচ আমরা সত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য বিজড়িত মহান আল্লাহর একমাত্র কবুল যোগ্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার পরও আমাদের বলিষ্ঠ, মানসম্মত তেমন উল্লেখযোগ্য পত্রিকা নেই। যা দু'একটা পত্রিকা আছে তবুও তাঁর পাঠক সংখ্যা আশানুরূপ নেই। এমন ঘুনে ধরা জাতির অগ্রগতির জন্য পত্রিকার কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু পত্রিকা উন্নত চেতনা ও সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক। জন জীবন থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেক সেক্টরে একটি পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত" যুগের পর যুগ এই ধারায় সমাজের, রাষ্ট্রের সংস্কার করে চলছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো–

১. 'আক্বীদাহ্ সংস্কার : মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-র) যখন দেখলেন বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় দিক থেকে নানা ধরনের 'আক্বীদাহ্, বিশ্বাস লালন করছে ফলে তিনি সকল বাতিল 'আক্বীদার গোড়ায় আঘাত হানার জন্য তাওহীদের শিক্ষা, বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ সকল মুসলিমদের জন্য শেখা, জানাকে সহজকরণ করার জন্য পত্রিকার জগতে "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"-এর সূচনার মাধ্যমে বাংলার পত্রিকার জগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বাংলার মুসলিমদের জন্য বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ শেখার এটিই ছিল অন্যতম একটি মাসিক পত্রিকা। যার পদচারণায় বাংলার হাজার হাজার মানুষ বিভ্রান্ত 'আক্বীদার কাদামাটি ঝেড়ে ফেলে বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ ধারণ করার মাধ্যমে অপবিত্র শরীরকে পবিত্র করণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

২. রাজনৈতিক সংস্কার : মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-র) মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার অবতারণার মাধ্যমে এ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেছেন গঠনমূলক শারঈ আলোচনা, পর্যালোচনার মাধ্যমে। রাজনীতি এবং ইসলামের রূপরেখাকে তিনি পেশ করেছেন ইতিহাসবৃত্ত নিখুঁত আলোচনার দ্বারা। এই ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থা আর নোংরা রাজনীতিতে জন জীবনের যে সীমাহীন দুর্ভোগ তাঁর নিরসনের একটি সুষ্ঠু সুরাহার সূত্রপাতের চেষ্টা করেছেন "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার" মাধ্যমে। বিভিন্ন মতবাদে বিক্ষুপ্ত জনতার কুফ্‌রী বিশ্বাসকে ঈমানের আলোর ফিনকিতে উদ্ভাসিত করা এবং সেই আলোর পথ ধরে রাজনৈতিক বিশ্বাসকে লালন করার জন্য মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-র) রাজনৈতিক সংস্কারকে সময়ের পদরেখায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছেন।

৩. অর্থনৈতিক সংস্কার : মানুষের জীবনের একটি মৌলিক চালিকাশক্তি অর্থ। অর্থ ছাড়া মানুষের জীবন প্রায় অন্ধকার। অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। যেহেতু অর্থই চালিকাশক্তি। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনীতিকে সুদভিত্তিক লেনদেন করার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমদের হারামখোর বানানোর একটি সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক এই দৈন্যতা, সুদের ইন্টারেস্ট নামকরণ এবং পুঁজিবাদী খপ্পরের ভয়াবহ সীমাহীন দুর্ভোগ, ক্ষতির বিরুদ্ধে একটি অর্থনৈতিক সংস্কার বিপ্লব সময়ের দাবি ছিল। সকল ধরনের অর্থনৈতিক দৈন্যতা, বৈষম্য এবং আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার যে সুদীকরণের সিস্টেম তাঁর বিরুদ্ধে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-র) মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকায় সময়ের তাড়নায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখনীর মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সমাজকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অর্থনৈতিক সংস্কার জাতির জাতীয় জীবনে খুবই জরুরি। নচেৎ জাতির অর্থনৈতিক অস্তিত্ব সীমাহীন সংকটে পড়বে। তাই মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-র) জাতিকে দীর্ঘ মেয়াদি সময় সচেতনতার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মুলোৎপাটন করার জন্য ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন।

৪. সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংস্কারের লক্ষ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-র) মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত এ বিভিন্ন শিরোনামে প্রবন্ধ লেখালেখি করেন। যাতে করে বাংলার মুসলিম সমাজ সচেতন হতে পারে এবং সেই সাথে একটি আদর্শ সমাজ ও পরিবার গঠনে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজ জীবনে নারী এবং পুরুষের কি দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তাঁর আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের বৈষম্য ভেদ দূরীকরণ এবং সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কারের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকার মাধ্যমে।

এছাড়াও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত সর্ব অঙ্গনে সংস্কারের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসে একটি মাইলফলক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। সহীহ সুন্নাহর আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে এবং এর পাঠককে জ্ঞান সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বিভিন্ন লেখনী, প্রবন্ধ, সংবাদ পেশ করে। যা একটি উন্নত, নীতি নৈতিক সম্পন্ন এবং সমাজ, জাতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। মাসিক তর্জুমানুল হাদীস সর্বোপরি মুসলিম মানস ও উন্নত চেতনার ধারক বাহক হিসেবে ইতিহাসে সোনার অক্ষরে খোদিত এবং ইতিহাস প্রিয় জ্ঞানী মহলে এটা চির সত্য। ❑

কবিতা

বারংবার ফিরে আসুক এই মহাসম্মেলন

মুহাম্মদ আব্দুল হাই

সোয়া শতাব্দির পথ পরিক্রমায়
তোমার নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যবদ্ধ এগিয়ে চলা,
১৯০৬ সালের কোনো এক শুভক্ষণে
অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস সাংগঠনিক রূপরেখায়,
সহস্র তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী
মুজাহিদের নির্ভেজাল দাওয়াতের ফসল;
আজ বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব সভায়, যার নাম
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।
১৯৪৬'এ নিরবচ্ছিন্ন আনুষ্ঠানিক পথচলা
এক ক্ষণাজন্মা মহাপুরুষের হাত ধরে;
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী
একটি নাম, একটি কাব্য, একটি ইতিহাস।

নিরন্তর বন্ধুর পথ, শির্‌ক বিদআতের পঙ্কিলতায়,
বারংবার রুদ্ধ করতে চেয়েছে সিরাতুল মুস্তাকিমের কাঙ্ক্ষিত যাত্রা
তবুও থেমে নেই তোমার অগ্রগতি।
ভ্রান্ত, চরমপন্থীরা রক্তাক্ত করেছে
সহস্র সীপাহসালারকে; রাজপথ করেছে রঞ্জিত।
পরিচয়ের সংকটে ঈমান টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে,
দ্বীনে হক্বের অতন্দ্রপ্রহরীরা। সত্য পথের মুক্ত যাত্রী হয়ে;
দাওয়াতের অঙ্গন হতে জিহাদের ময়দান,
বিলিয়ে দিয়ে হয়েছে মহান আল্লাহর মেহমান।

ধর্মের লেবাসধারী হায়েনার মেকি আস্ফালন
রুখে দিতে চেয়েছে কত সুদীর্ঘ ইতিহাস।
আর ঈমানের ফল্গুধারায় কত শত রাহবার হয়েছে শহীদ।
চেতনায় মলিনতা, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন
কুরআন সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ এক অনন্য প্লাটফর্ম,
এই বাংলায় তৈরি হলো তাওহীদের এক গণজাগরণ,
আহলে হাদীস সত্তা, এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের নামে।

কালিমা তাইয়্যিবার বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে
মহান আল্লাহর রঙে জীবন সাজানোর প্রয়াসে,
যুগ হতে যুগান্তরের পরিক্রমায় দাঈ' ইলাল্লাহ'র আদর্শিক মানদণ্ডে;
দাওয়াহ ও তাবলীগের এ চলমান ধারায়
বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য নজীর।
মহান স্রষ্টার কবুলিয়তের আকুলতায়,
একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে
ঐক্য সংহতির অমোঘ আহ্বনে,
বারংবার ঘুরে আসুক এই মহাসম্মেলন॥

সব স্মৃতি মুছে যাক

মোল্লা মাজেদ★

সব স্মৃতি মুছে যাক শুধু থাক ভোরের আকাশ
দোয়েল শ্যামা পাপিয়ার তান,
সব স্মৃতি মুছে যাক শুধু থাক শীতল বাতাস
দূর থেকে ভেসে আসা সুরের আজান।
সব কিছু মুছে যাক শুধু থাক সেই সব স্মৃতি
মক্কার বুক চিরে হেরার গহব্বরে পেয়েছি যে জ্যোতি।
স্মৃতিগুলো মুছে যাক বয়ে যাক পৃথিবীর ঘরে-ঘরে খুশির তুফান,
সব কিছু মুছে যাক শুধু থাক এ বিশ্বের প্রতি ঘরে নিবেদিত প্রাণ।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" *(শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, হাকিম- ১/১৫)*

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

জমঈয়ত সংবাদ

উত্তরা এলাকা জমঈয়তের কাউন্সিল সম্পন্ন

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের অন্তর্গত 'উত্তরা এলাকা জমঈয়ত' গঠন উপলক্ষ্যে গত ৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের আহ্বায়ক আলহাজ্জ মুহাম্মদ নূরুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুর রউফ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্জ মুহাম্মদ নূরুল হক। দারুসুল হাদীস পেশ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী। উত্তরা এলাকা জমঈয়ত গঠনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত। তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টার পর আজ আমরা উত্তরা এলাকা জমঈয়ত গঠনের জন্য সমবেত হয়েছি। এ জন্য নেপথ্যে কাজ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযা-ই খাইর দান করুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী নব-নির্বাচিত দায়িত্বশীলদেরকে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম সাংগঠনিক জীবনধারার শরঈ গুরুত্ব ও সামাজিক প্রয়োজনীতার উপর আলোকপাত করেন।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মহিউদ্দীন খোকন অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, আমি প্রথমে কিছু শাইখ-এর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠনভুক্ত থাকাকে সংকীর্ণতা মনে করতাম; পরে উপলব্ধি হলো যে, যারা দশজনকে নিয়ে চলতে পারে না, দশজনের মাঝে জবাবদিহিতার জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে তারাই তো সংকীর্ণমনা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আজ আহলে হাদীসদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম ছেড়ে 'শাইখকেন্দ্রিক গ্রুপ' সৃষ্টি করে তাকলীদ করছি! অথচ নিজেদেরকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারী বলে দাবি করছি। তবে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ পরিত্যাগ করে সংগঠনভুক্ত জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণের তাওফীক লাভ করেছি- আলহামদুলিল্লাহ।

এছাড়াও অভিমত ব্যক্ত করেন ছাব্বির আহমাদ আরেফিন, মুহাম্মদ ইব্রাহীম খান, মুহাম্মদ হোসেন, তালহা বিন তরিকুল ইসলাম, জাহিদুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সহযোগী সম্পাদক মুহাম্মদ গোলাম রহমান।

অতঃপর উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের আহ্বায়ক আলহাজ্জ মুহাম্মদ নূরুল হক। নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্বশীলগণ হলেন যথাক্রমে– সভাপতি- শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী, সহ-সভাপতিবৃন্দ- মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহেল রাফী ও মো. ইব্রাহীম খান, সেক্রেটারি- মুহাম্মদ গোলাম রহমান, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- ছাব্বির আহমাদ আরেফিন, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- আব্দুল্লাহ আল মানুন মাদানী, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- মো. মহিউদ্দীন খোকন, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- হাফেয মো. আব্দুর রউফ, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- ইঞ্জিনিয়ার আলী আছগর, পাঠাগার সম্পাদক- মো. আব্দুল লতিফ, দফতর সম্পাদক- শাইখ আব্দুল হালীম। সদস্যবৃন্দ- মো. হাফিজুর রহমান আনসারী, তালহা বিন তরিকুল ইসলাম, মো. রাকিবুর রহমান, মো. মাসুদুজ্জামান শেখ, মো. জাহিদুল হক, বোরহান উদ্দীন, শেখ আবু তাহের মামুন।

জমঈয়তের কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন সফল করতে ঝিনাইদহ জেলার কর্মতৎপরতা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন-২০২৪ সফল করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ গত ১২ জানুয়ারি শুক্রবার এক সাংগঠনিক সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দ ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন হলিধানী আহলে হাদীস জামে মসজিদ, বেড়াশোল আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও পশ্চিম লক্ষীপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদে এবং কোটচাঁদপুর উপজেলাধীন চৌরকোল আহলে হাদীস জামে মসজিদ, মল্লিকপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ, মল্লিকপুর দক্ষিণপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ, পটুতলা লক্ষীপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও পটুতলা আখ সেন্টার আহলে হাদীস জামে মসজিদে সফর করেন। জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত শাখা প্রতিনিধিদের মাঝে লিফলেট ও কুফন বিতরণসহ সবাইকে মহাসম্মেলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের

আহ্বান জানান। এ সাংগঠনিক সফরে অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জলিল খাঁন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহা. ইয়াকুব আলী, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাস্টার মুহা. আসগর আলী, সৌদি প্রবাসী মুহা. আক্তারুজ্জামান প্রমুখ।

বাদ জুমু'আহ্ চৌরকোল ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাস্টার মুহা. আসগর আলীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, পটুতলা শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. জিয়াউর রহমানের উপস্থাপনা ও মসজিদের ইমাম মুহা. আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহা. আব্দুস সামাদের মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ পশ্চিম লক্ষীপুর মসজিদে সালাতুল আসর আদায় করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করে মাইয়্যেতার মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করেন।

মহাসম্মেলন সফল করতে পূর্ব সফরের ধারাবাহিকতায় জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ গত ২৬ জানুয়ারি শুক্রবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম লক্ষীপুর গ্রামের তিনটি মসজিদে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জেলা নেতৃবৃন্দ মসজিদে জুম'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল করার জন্য সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

বাদ জুমু'আহ্ পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিযুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও মহিলা মাদ্‌রাসা শাখা খোলার ব্যাপারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সামাদের উপস্থাপনায় ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলীর সভাপতিত্বে ও লক্ষীপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্র হাফেয মুহা. বায়েজীদের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের খতীব অধ্যাপক মুহা. ইমদাদুল হক, জমঈয়তের হিতাকাংখী ও সদস্য মুহা. আক্তারুজ্জামান, সৌদি প্রবাসী মুহা. আক্তারুজ্জামান, পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিযুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার হাফেয মুহা. আরজুল্লাহ ও মাওলানা মুহা. তরিকুল ইসলাম প্রমুখ। ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

জমঈয়তের কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন সফল করতে গাইবান্ধা জেলার কর্মতৎপরতা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন ২০২৪ সফল করার লক্ষ্যে গত ১৩ জানুয়ারি শনিবার গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ-এর সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক মাওলানা আব্দুস সামাদ আযাদ-এর ব্যবস্থাপনায় সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ নজরুল হক মণ্ডু, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুস শাফী মিয়া, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল হোসেন, মুবাল্লিগ হাফেয মাওলানা নুরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ্জ মো. আব্দুল হালিম মন্ডল, পাঠাগার সম্পাদক মো. আনিছুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মো. মুজিবুর রহমান, তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান খান প্রমুখ। এ সভায় **কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন-২০২৪** সফল করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম

গত ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে নওয়াপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ সফরে অংশগ্রহণ করেন বাগেরহাট জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম, সেক্রেটারি মো. সাকাওয়াতুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি লুৎফর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম বিন আনোয়ার, সদস্য আনিসুর রহমান ও শুব্বান সদস্য নিশান।

সালাতুল জুমুআর পর মো. সেকেলেউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মাজিদের ইমাম মো. বানী ইস্‌রাঈল। সভায় বক্তাগণ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন কর্মসূচি আলোকপাত করে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সাত সদস্য বিশিষ্ট শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির বিবরণ- আহ্বায়ক- মো. আজিম শেখ, সদস্যবৃন্দ মেহেদী হাসান, রকিবুল ইসলাম, মহিদুর ইসলাম, আল-আমিন হাওলাদার, মো. বেলাল হোসেন ও রানা শেখ। আহ্বায়ক কমিটি আসন্ন রমাযানে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করবেন।

শুব্বান সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১০ টায় কেন্দুয়াপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের ৪র্থ জেলা কাউন্সিল অধিবেশন মো. আলিমুল্লাহ'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মাদানীর সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও মস্কো গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান এম. এ. সবুর। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন জি. এল. টি গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুসাইন মোহাম্মদ কবির।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়া ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ ফজলুল বারী খান মিয়া সাহেব, মাদরাসা দারুল হুদা কমপ্লেক্স-এর পরিচালক শাইখ মোজাফফর বিন মহসিন, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ ইকবাল হাসান, মুবাল্লিগ শাইখ জুলফিকার আলী প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার আহসান আব্দুর রব। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবগঠিত কমিটি নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন আব্দুর রহমান মাদানী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন রমজান মিয়া। **কমিটি বিবরণ:** আব্দুর রহমান মাদানী- সভাপতি, কাজী রাসেল ও হাফেয জায়েদ মোল্লা- সহ- সভাপতি, মুহাম্মদ রমজান মিয়া- সাধারণ সম্পাদক, মো: হুমাউন কবির মাদানী- যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মো: ওমর ফারুক- কোষাধ্যক্ষ, মো: আওলাদ হোসাইন- সাংগঠনিক সম্পাদক, হাফেয মকবুল হোসাইন- প্রচার সম্পাদক, আবুল কালাম- যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক, মো: আনিসুর রহমান- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হাফেয ওবাইদুল্লাহ- ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আবু ইউসুফ- তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, সাইফুল ইসলাম জুয়েল- প্রশিক্ষণ সম্পাদক, আব্দুল খালেক- দফতর সম্পাদক, শরিফ মোল্লা- পাঠাগার সম্পাদক, মো: সোহেল মিয়া- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক, সদস্য- আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম, গাজী সাহেদ ও হীরা হাবিব।

জামলপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জানুয়ারি শুক্রবার, জামালপুর ইকবালপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জামালপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মো. শফিউল্লাহ'র উপস্থাপনায়, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর অধিবেশনের শুভ উদ্বোধন করেন জামালপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জোবায়দুল ইসলাম। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ওমর ফারুক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী, কোষাধ্যক্ষ ইমাম হাসান মাদানী, জামালপুর জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মো. আসাদুল্লাহ আল গনি, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. আব্দুল করিম, সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. গোলাম রব্বানী, জামালপুর সদর উপজেলা শাখার সেক্রেটারি মেহেদী হাসান রুবেল, কেন্দ্রীয় শুব্বানের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক নাজিবুল্লাহ, সাহিত্য সংস্কৃতিক সম্পাদক আবুল লায়েস ফাহিম, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ ও হাফেয আহসান হাবিব প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের পরে জামালপুর জেলা শাখার নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মো. রফিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন আবু তাইয়্যবাহ মো. শফিউল্লাহ।

মাদ্‌রাসাতুল হাদীস নাজির বাজার শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জানুয়ারি সোমবার, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী নাজির বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদে শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন মো. রুহুল আমিন-এর সভাপতিত্বে ও আবু তালেবের সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার, ঢাকার প্রিন্সিপাল শাইখ ড. জাকারিয়া আব্দুল জলিল মাদানী। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার-এর ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ আল আমিন মাদানী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, মজলিসে ক্বারার সদস্য আবু বকর ইসহাক।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহ. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন রুহুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন কাউসার মাহমুদ।

জিজ্ঞাসা ও জবাব

নিম্নের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আহলে হাদীস জামা'আতের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে চাই, কোন সময় হতে এ জামা'আতের প্রচলন? এ জামা'আত সম্পর্কে শীর্ষ উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান জানতে চাই।***

জবাব : যারা সালাফ তথা নবী মুহাম্মদ (ﷺ), তদীয় সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন ও ইসলামের ইমামগণের পথ ও মতের অনুসারী তারাই মূলত আহলে হাদীস। এ কারণেই তাঁদেরকে সালাফী নামেও আখ্যায়িত করা হয়। আর এ জামা'আতটি নবী (ﷺ)-এর স্বর্ণযুগ হতে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। মহান আল্লাহর এ পৃথিবী কখনও এ জামা'আত মুক্ত হয়নি। কেননা সহীহাঈনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহর এ পৃথিবীতে হক্বের উপর একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনো শক্তিই তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আর নিঃসন্দেহে এ সম্প্রদায়টিই হচ্ছে আহলে হাদীস। আর এ কথার সাক্ষী দিয়েছেন ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র উস্তাদদ্বয় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম 'আলী উবনুল মাদীনী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং পরবর্তীতে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহিমাহুল্লাহ)। চার মাযহাবের জন্ম ও উৎপত্তির পূর্বেই এমন কি চার ইমামের পূর্বেও এ জামা'আতের অস্তিত্ব ছিল।

হানাফী ফিকহের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব ফাতাওয়ায়ে শামীর ২৯৩/৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম আবূ বাকার আল জাওযেযানী (রাহিমাহুল্লাহ)'র যুগে এক আহলে হাদীস ব্যক্তিকে তার কন্যার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আহলে হাদীস ব্যক্তি বলেন যে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে হ্যাঁ! তুমি যদি তোমার মাযহাব ত্যাগ করে আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করো, ইমামের পিছনে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করো, রুকূ' হতে উঠার আগে পরে রফউল ইয়াদাইন করো তবেই আমি আমার মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে পারি। ফলে উক্ত ব্যক্তি হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে আহলে হাদীস হয়ে যান ও তার কন্যাকে বিয়ে করেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা আবূ বাকার জাওযেযানী (রাহিমাহুল্লাহ) ৩য় শতক হিজরির লোক ছিলেন, ইমাম মুহাম্মদ তার শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং হানাফী জামা'আতের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার গ্রন্থ দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ৩য় শতক হিজরিতেও আহলে হাদীস জামা'আতের অস্তিত্ব মহান আল্লাহর এ পৃথিবীতে ছিল। সুতরাং যারা বলে যে, আহলে হাদীস জামা'আত এই তো সেই দিনের তৈরি তারা হয় মূর্খ না হয় জ্ঞানপাপী। তারা ইতিহাস ও শরীয়ত উভয় সম্বন্ধেই অজ্ঞ।

সকল যুগে হানাফী জামা'আতের শীর্ষ আলেমগণ এমন কি আকাবেরে দেওবন্দগণও আহলে হাদীসগণকে সব সময় হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হক্বপন্থী একটি জামা'আত হিসেবেই মনে করে থাকেন। যেমন- আকাবেরে দেওবন্দের গুরুর গুরু আল্লামা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতাওয়া রাশিদীয়া ২৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন– মুকাল্লিদ হোক কিংবা গায়ের মুকাল্লিদ হোক, অর্থাৎ- হানাফী হোক কিংবা আহলে হাদীস হোক সকলেই হাদীসের উপর 'আমলকারী। তিনি উক্ত গ্রন্থের ২৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন : হানাফী আহলে হাদীস সকলেই 'আক্বীদাহ্গত এক, যদিও 'আমলে তাদের ভিন্নতা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলিম ঐক্য ও সংহতি দান করেন এবং আমরা যেন নিঃশর্তভাবে কিতাব সুন্নাহর অনুসারী হতে পারি –আল্লাহুম্মা আমিন।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে সচরাচর একটি হাদীস দেখতে পাই। আর তা হলো– "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্ত হতেও পবিত্র"। হাদীসটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।***

জবাব : উক্ত হাদীসটি ইমাম ইবনু আব্দিল বার স্বীয় গ্রন্থ জামেউ বায়ানিল ইল্‌মের ১৫০/১ পৃষ্ঠায় ইমাম দাইলামী মাসনাদুল ফিরদাউসে, অনুরূপ ইমাম আবূ নাঈম আযবারো ইস্পাহান গ্রন্থে নিম্ন বর্ণিত শব্দে বর্ণনা করেন :

مداد حبر العالم أقدس من دم الشهيد.

অর্থাৎ- আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্ত হতেও পবিত্র। বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম হতে হাদীসটি বর্ণিত হলেও তার প্রতিটি সনদই মারাত্মক ধরণের দুর্বল অথবা মাওযূ' তথা জাল। জামেউ বায়ানিল ইল্‌মে আবূদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত সনদে ইসমা'ঈল বিন আবূ যিয়াদ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যাকে ইমাম ইবনু হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ)

দাজ্জাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত রাবী তথা বর্ণনাকারীই রয়েছেন উপরোক্ত গ্রন্থাবলীতেও। আল্লামা খতীব বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) তারীখে বাগদাদে ও আল্লামা ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করলেও সেখানে মুহাম্মদ বিন হাসান নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার ব্যাপারে আল্লামা খতীব বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসটি তৈরি করা তারই কাজ, যে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীগণের নামে জাল হাদীস রচনা করতো। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ)-ও হাদীসটির মতন তথা টেক্সটকে জাল বলেছেন। *(মীযানুল ইতিদাল- ৫১৭/৩)*

আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) সিলসিলাতুয যা'ঈফাহ্ এর ৪৮৩২ নং হাদীসে বলেন, মন এটাই বলে যে, হাদীসটি জাল। আলেম বা জ্ঞানীদের মর্যাদার উপর অসংখ্য সহীহ হাদীস এমনকি আল কুরআনের অনেকগুলো আয়াতও রয়েছে। সেগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট। জাল হাদীস ও মারাত্মক ধরনের দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের ঈমানী দুর্বলতার কারণে সহীহ হাদীসের পরিবর্তে য'ঈফ ও জাল হাদীস আমাদের শুনতে বলতে বেশি ভালো লাগে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন –আল্লাহুম্মা আমীন।

নিম্নের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

শাইখ ড. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

জিজ্ঞাসা (০১) : ***পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্জের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– "আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দলদ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্যা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম"। অর্থাৎ- বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় বলে, আল্লাহ সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এ আয়াতের তাৎপর্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

জবাব : আলোচ্য আয়াতে তিন শ্রেণির মানুষ ও তাদের উপাসনালয়ের কথা এসেছে। খ্রিষ্টান ও তাদের উপাসনালয়, ইয়াহূদী ও তাদের উপাসনালয়, মুসলিম ও তাদের মসজিদ এ তিন শ্রেণিই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আসমানী কিতাব যথাক্রমে খ্রিষ্টানেরা ইঞ্জিল, ইয়াহূদীরা তাওরাত ও মুসলিমরা আল কুরআন পেয়েছে। ইয়াহূদীরা তাদের সময়ে আল্লাহর কিতাব তাওরাত অনুযায়ী তাদের উপাসনালয়ে 'ইবাদত করত এবং আল্লাহর স্মরণ করত, খ্রিষ্টানরা তাদের সময়ে আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল অনুযায়ী তাদের উপাসনালয়ে 'ইবাদত করত এবং আল্লাহর স্মরণ করত। কিন্তু পরবর্তীতে তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর কিতাব ও দ্বীনকে বিকৃত করে ফেলে এখন তাদের উপাসনালয়ে 'ইবাদতের নামে খেল-তামাসা ছাড়া আর কিছুই নেই। অপরপক্ষে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ও কুরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব ও শরীয়ত রহিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মাতের কোনো কোনো ইয়াহূদী অথবা খ্রিষ্টান আমার কথা শুনেছে অথচ আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে– সে জাহান্নামী। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩)*

সুতরাং ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়ে মহান আল্লাহর স্মরণের বাস্তবতা ছিল ইসলাম পূর্ব সময়ে, বর্তমানে নয়। এছাড়াও আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا﴾

"খ্রিষ্টানদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহে যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়... বিধ্বস্ত হয়ে যেত।" *(সূরা আল হাজ্জ : ৪০)*

এখানে মূলত مَسَاجِدُ-এর বিশেষণ হিসাবে يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا এসেছে, এটাই আরবী ভাষা ও ব্যকরণের রীতি। সুতরাং মসজিদ ছাড়া অন্যান্য উপাসনালয়েও মহান আল্লাহর স্মরণ হয় এমনটি এ আয়াতে প্রমাণিত হয় না। (বিস্তারিত) দ্র. অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীর ইবনু কাসীর, তাফসীর কুরতুবী, তাফসীর আল মুয়াসসার ও সাফওয়াতুত তাফসীর ইত্যাদি। –ওয়াল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***তাবলীগ জামা'আতের বিশ্ব ইজতিমা সম্পর্কে আহলে হাদীস আলিমগণ বলে থাকেন যে, এটা সুন্নাহ পরিপন্থি। অথচ শীত মৌসুমকে কেন্দ্র করে আহলে হাদীস আমেলগণও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ওয়াজ মাহফিল করে থাকেন। প্রশ্ন হলো– আহলে হাদীসদের মাহফিল সুন্নাহভিত্তিক হলে, তাবলীগ জামা'আতের ইজতিমা সুন্নাহ পরিপন্থি কেন হবে? তাছাড়া রাসূলের যুগে এ রকম আড়ম্বরপূর্ণ মাহফিলের ব্যবস্থা ছিল কী? কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

জবাব : ইজতিমা অর্থ সমবেত হওয়া, সুতরাং মাহফিল ও ইজতিমা দু'টি একই কাজ। ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত ইজতিমা বা মাহফিলে কোনো সমস্যা নেই। তবে ইজতিমা বা মাহফিলে যদি শরীয়ত

নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড হয়, অনুরূপ কোনো ইজতিমা বা মাহফিলকে কেন্দ্র করে মানুষ সীমালঙ্ঘন ও নিষিদ্ধ কর্মে জড়িয়ে যায় তখন সে ইজতিমা বা মাহফিলে যাওয়া, অংশগ্রহণ করা সবই নিষিদ্ধ হবে, চাই তাবলীগ জামা'আতের হোক বা আহলে হাদীসদের হোক। প্রচলিত বিশ্ব ইজতিমাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের নানা রকম অবস্থান ও বিশ্বাস :

ক) কিছু অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষ মনে করে যে, এখানে উপস্থিত হলে দরিদ্রদের হজ্জের সওয়াব হবে। নাঊযুবিল্লাহ এমন চিন্তায় কেউ ইজতিমায় উপস্থিত হলে তার সওয়াব তো দূরের কথা বরং ঈমানই বাতিল হয়ে যাবে।

খ) আবার কেউ কেউ মনে করে যে, টংগি ইজতিমা বুজুর্গদের পুণ্যভূমি বরকতময় স্থান, অতএব সেখানে গেলে আমিও বরকতময় হব। এরূপ ধারণা করাটাও বাতিল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ، ومسجد الرسول وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"মাসজিদে হারাম (কা'বা), মাসজিদে নববী ও মাসজিদে আকসা" এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও বরকত বা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।" *(বুখারী- ১১৯০)*

গ) কেউ হয়ত বয়ান শুনার উদ্দেশ্যে যেতে চায়, মূলতঃ তাদের বয়ানে বেশিরভাগ মুরুব্বিদের কেসসা কাহিনী। কুরআন হাদীস থাকলেও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি, এমন বয়ান শুনায় উপকারের চেয়ে ঈমান 'আক্বীদার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ঘ) আখেরী মুনাজাতের উদ্দেশ্যে যাওয়া : এটা আরেক বড়ো ধরনের বিদআত। কারণ ইসলামে এমন মুনাজাতের কোনো নিয়ম নেই। ইসলামে দু'আ মুনাজাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন ও স্থান হলো আরাফার ময়দান– ৯ম যিলহাজ্জ। যেদিন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন এবং বান্দাদের ক্ষমা ও মুক্তির সুসংবাদ প্রদান করেন। সে আরাফার ময়দানেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইমাম মুহাম্মদ (ﷺ) হতে দলবদ্ধ ও আনুষ্ঠানিকতার কোনো দু'আ মুনাজাতের বিধান নেই, আখেরী তো দূরের কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে (ইসলামে 'ইবাদতের নামে) নতুন কিছু আবিষ্কার করে যা তাতে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৪৬৭)*

উল্লেখিত কারণে বিশ্ব ইজতিমায় যাওয়া বৈধ নয়; বরং গুণাহগার হতে হবে, ঠিক একই কারণ কোনো মাহফিলে গুনাহের উপাদান পাওয়া গেলে সেখানেও যাওয়া অবৈধ এবং গুণাহের কাজ। চাই সে মাহফিল কোনো পীর ফকিরের হোক বা আহলে হাদীসদের হোক। হুকুম সকলের জন্য একই। তবে সাধারণত আহলে হাদীসদের মাহফিলে উল্লেখিত বিষয়গুলো ঘটে না। এ হিসেবে তাদের মাহফিলে যাওয়া বৈধ ও সওয়াবের কাজ। মাহফিলকে কেন্দ্র করে অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি কখনই বৈধ নয়। –ওয়াল্লাহু আলাম।

নিম্নের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আমরা জানি যে, 'ইল্‌ম গোপন করা হারাম। কিন্তু 'ইল্‌ম প্রকাশের নামে যে জালিয়াতি হচ্ছে, তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে কতখানি বৈধ? আমি জালিয়াতি বলতে বুঝাচ্ছি-যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করা, কপিরাইটের আইন লঙ্ঘন করে এই বই ঐ বই থেকে জমা করে প্রকাশ করা এবং নিজের নাম লেখক হিসেবে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। দলিল-প্রমাণ দিয়ে জানালে খুবই খুশি হতাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন –আমীন।***

জবাব : একথা ধ্রুব সত্য 'ইল্‌ম গোপন করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"আর হক্বকে বাত্বিলের সাথে মিশিয়ে না। আর জেনে-বুঝে তোমরা সত্য গোপন করো না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ : ৪২)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইল্‌ম গোপন করার ভয়াবহতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন :

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

"যে ব্যক্তি কোনো 'ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা জানার পরও গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে জান্নামের লাগামসমূহের একটি পরিয়ে দেওয়া হবে।" *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৪৯, সহীহ)*

'ইল্‌ম গোপন করা যে বড় অপরাধ এটি বুঝার জন্য উপরোক্ত দলিলদ্বয়-ই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে 'ইল্‌ম প্রকাশের নামে জালিয়াতি করা কখনও বৈধ নয়; বরং বিলকুল হারাম। আর এর মাধ্যমে উপার্জিত সমুদয় অর্থও হারাম। কেননা আল্লাহ কোনো কিছু হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন। এক ধরনের অসাধু ব্যক্তি বর্তমানে এরূপ ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে কপিরাইটের বিধি লঙ্ঘন করে কাটিং-পেস্টিং করে নিজেদের নামে কিতাব ছাপিয়ে বাজার সয়লাব করে দিচ্ছেন। সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় রূপ দিয়ে কিংবা দু'একটি শব্দ

পরিবর্তন বা বাক্য আগ-পাছ করে এটিকেই অনুবাদ ও গবেষণা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এটি যে কত বড় জালিয়াতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা এরূপ কাজ করেন, তারা মূলতঃ ০৩ (তিন) দিক থেকে গুরুতর পাপী।

(এক) এই কাজ সম্পূর্ণ ইখলাস পরিপন্থি। অথচ আল্লাহ প্রতিটি কাজে ইখলাস অবধারিত করে দিয়েছেন। *(সূরা আল বাইয়্যিনাহ : ৫)*

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার বিশুদ্ধ সংকলন হাদীস গ্রন্থ সহীহুল বুখারী'র সূচনাতে নিয়ত বিশুদ্ধ করার হাদীস নিয়ে বুঝিয়েছেন, 'ইল্‌মের বেলায় বিশুদ্ধ নিয়ত আবশ্যক। নতুবা মুনাফিক্বদের কাতারে নাম লেখাতে হবে।

(দুই) নিজে অনুবাদ না করে অন্যের অনুবাদ ও গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ ও প্রচার করে চরম মিথ্যাবাদিতার পরিচয় দেয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছেন : "যা তাকে দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে থাকা মিথ্যা পোষাক পরিধানকারীর ন্যায়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯২১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২১৩০)*

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু হাজর আল-আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এটি হচ্ছে নিজে 'ইল্‌ম গ্রহণ না করে মিথ্যা দাবি করা এবং যা তাকে দেয়া হয়নি, অন্যের বিষয় নিয়ে মিথ্যাচার করা। যেমনটি মিথ্যা সাক্ষীদাতা মিথ্যা বলে নিজের উপর যুল্‌ম করে এবং যার জন্য সাক্ষী দেয়, তার উপরও যুল্‌ম করে।" *(ফাতহুল বারী- ৯/৩১৮)*

(তিন) প্রতারণা করা। আর প্রতারণাকারী নিজেকে রাসূল (ﷺ)-এর উম্মাত বলে দাবি করতে পারে না। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন :

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

"যে আমাদেরকে ধোকা দেবে, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।" *(সহীহ মুসলিম- ১/৯৯; সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ২২২৫)*

এরূপ প্রতারক অন্যের অনুবাদকে নিজের নামে চালিয়ে দেয় এবং সমাজে নিজেকে লেখক, অনুবাদক ও গবেষক ইত্যাদি নাম খ্যাতি নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে মিথ্যা উল্লাস করে। সাধারণ মানুষ ধোকায় পড়ে এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে বড় বড় 'আলেম খেতাব দিচ্ছে। আর প্রতারক লেখকজি আনন্দের ঢেকুর তুলছেন। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা (নিজেরা) তাদের কৃতকর্মের উপর আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তুমি কখনো মনে করো না যে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (মূলতঃ) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৮)*

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা পড়ে পরকালের 'আযাবের ভয়াবহতা হতে বেঁচে থাকার বিশুদ্ধ নিয়তে যাবতীয় মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হই। নিজেরা না করে অন্যের লেখা চুরি করে লেখক সাজার মিথ্যা আস্ফালন থেকে বিরত হই! নতুবা দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমরা সাধারণত সফর অবস্থায় ক্বসর করে থাকি। একদা এক সফরে একজন সালাফী 'আলিমকে দেখতে পেলাম– তিনি স্থানীয় ইমামের অনুরোধে সালাতে ইমামতি করলেন এবং ক্বসর না করে পূর্ণ সালাত আদায় করলেন। আমার প্রশ্ন হলো– এভাবে সফর অবস্থায় ক্বসরের বদলে পূর্ণ সালাত আদায় করা যাবে কি? দয়া করে দলিলসহ জবাব দিয়ে ধন্য করবেন।***

জবাব : সফর অবস্থায় ক্বসর করা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর অন্যতম। ইসলাম যে সার্বজনীন এবং সহজ দ্বীন, এটাই তার প্রমাণ। সফরের ক্লান্তির মাঝে আল্লাহ সালাতকে ক্বসর করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ক্বসর করাই উত্তম। তবে কেউ চাইলে পুরো সালাত আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্বসর করার বিধানের দলিলেই এটার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾

"আর যখন তোমরা যমীনে চলো, তখন সালাত ক্বসর করাতে কোনো দোষ নেই। যদি তোমরা কাফিরদের ফিতনার আশংকা করো। নিশ্চায়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" *(সূরা আন্ নিসা : ১০১)*

নবী (ﷺ)-কে ভয়-ভীতি ছাড়া ক্বসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বলেন : "এটি একটি সাদাক্বাহ্। আল্লাহ তদ্বারা তোমাদেরকে সাদাক্বাহ্ করেছেন। কাজেই তোমরা তার সাদাক্বাকে গ্রহণ করো।" *(মুসলিম- হা. ৬৮৬)*

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "আমরা যখন তোমাদের (মুক্বীম) সাথে হই, তখন ৪ রাকআত আদায় করি। আর যখন আমাদের (মুসাফিরদের) দলে ফিরে যাই, তখন ২ রাকআত আদায় করি। এটি আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাত।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০৮২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৮৬২; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮৮)*

সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-গণ মিনায় সফর অবস্থায় 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে ৪ রাকআত সালাত আদায় করেছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০৮৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৫)*

অনুরূপভাবে 'আয়িশাহ্ ও সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে সফরে ৪ রাকআত সালাত আদায় করেছেন মর্মে প্রমাণ রয়েছে। *(ইবনুল মুনযির- ৪/৩৩৫)*

উপরোক্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, চাইলে কোনো মুসাফির মুক্বিমের ন্যায় পুরো সালাত আদায় করতে পারেন। আর যদি মহান আল্লাহর হাদিয়া গ্রহণ করে ক্বসর করেন, তাহলে সেটি উত্তম বলে বিবেচিত হবে। কাজেই হে প্রশ্নকারী! আপনি যে সালাফী 'আলিমকে সফর অবস্থায় পুরো সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি হয়তোবা কোনো প্রয়োজনে উপরোক্ত দলিল জেনেই সাধারণ বৈধ মনে করে সফরেও পুরো সালাত আদায় করেছেন।

নিম্নের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন
শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

জিজ্ঞাসা (০১) : কাজের চাপে সময় পার করে সালাত পিছিয়ে দেয়া কি বৈধ? অনেক নামাযী ঘরে সালাত আদায় করে, মসজিদে আসে না। তাদের ব্যাপারে বিধান কি?

জবাব : নিজের কাজ বা সৃষ্টির কাজ আগে করা এবং স্রষ্টার কাজ পিছিয়ে দেয়া বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে সালাতকে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে।" *(সূরা নিসা : ১০৩)*

যুদ্ধ চলাকালেও সালাত পিছিয়ে না দিয়ে "সালাতুল খাওফ" ভয়ভীতির সালাত পড়ার নির্দেশ আছে। সুতরাং কাজের ফাঁকেই সালাত আদায় করে নেয়ার চেষ্টা রাখা জরুরি। কাজের দরুন কাপড় নোংরা হলে পৃথক কাপড়ে সালাত পড়তে হবে। মাঠে ময়দানে ভিজে জায়গায় দাঁড়িয়েও সালাত পড়ে নিতে হবে। একান্ত নিরুপায় হলে সে কথা ভিন্ন। যেমন- রোগী ও মুসাফির জমা তাকদীম বা তা'খীর করতে পারে। বৃষ্টির জন্যও জমা তাকদীম হতে পারে।

শরয়ী ওজর ব্যতীত যারা ঘরে সালাত আদায় করে তাদের জন্য ঘরে সালাত আদায় করা বৈধ নয়; বরং তাদের জন্য ওয়াজিব হলো– মাসজিদে উপস্থিত হয়ে জামা'আত সহকারে সালাত আদায় করা। যেহেতু মহানবী (ﷺ) বলেন : "যে ব্যক্তি আযান শুনা সত্ত্বেও মসজিদে জামা'আতে এসে সালাত আদায় করে না, কোনো ওজর না থাকলে সে ব্যক্তির সালাত কবূল হবে না।" *(আবূ দাউদ- হা. ৫৫১; ইবনু মাজাহ; ইবনু হিব্বান; হাকিম; জামে' সগীর- হা. ৬৩০০)*

একটি অন্ধ লোক নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল। আমার কোনো পরিচালক নেই যে, আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সুতরাং সে নিজ বাড়িতে সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে রওয়ানা দিলো, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন : "তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বলল : জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তুমি সাড়া দাও (অর্থাৎ- মাসজিদেই এসে সালাত আদায় করো)। *(সহীহ মুসলিম)*

সক্ষম পুরুষগণ মাসজিদে না আসলে নবী (ﷺ) ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। *(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)*

জিজ্ঞাসা (০২) : পীর না ধরলে কেউ জান্নাতে যাবে না –কথাটি কতটুকু সত্য? সঠিক উত্তর জানতে চাই।

জবাব : কোনো মুসলিম ব্যক্তি পীর ধরতে বাধ্য নয়। পীর ধরা ইসলামী হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি গোমরাহী। মু'মিন ব্যক্তি দীন জানা এবং বুঝার জন্য শুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ধারী 'আলেমের শরণাপন্ন হবেন, এটি ইসলামী শরীয়ার নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ».

"নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। আর নিশ্চয়ই নবীগণ দীনার ও দীরহাম উত্তরাধিকার সম্পদ হিসাবে রেখে যাননি, তারা 'ইল্মকেই উত্তরাধিকার সম্পদ হিসাবে রেখে গেছেন। যে ব্যক্তি তা হতে গ্রহণ করল সে সম্পদের প্রভূত অংশ গ্রহণ করল।" *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ২১২০৭, মা: শা:, হা. ২১৭১৫; সুনান আত্ তিরমীযি- হা. ২৬৮২, সহীহ)*

অজানা বিষয় শরীয়তের জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নেয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশনা দিয়েছেন–

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমাদের জানা না থাকলে জ্ঞানীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করো।" *(সূরা আন্ নাহ্ল : ৪৩)*

সুতরাং ইসলামের বিধি-বিধান মানার পীরবাদীর মিথ্যা দাবি অনুযায়ী কোনোক্রমেই পীর ধরার প্রয়োজন নেই। শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) এতদসংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন : "পীর ধরার আবশ্যকতার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি ভ্রান্তি। কিছুসংখ্যক সুফী লোকদেরকে তাদের

উদ্ভাবিত বিদআতে এবং গোমরাহীতে যুক্ত করার জন্য এমনতর কথা বলে থাকে।" *(মাজাল্লাতুল বুহুস [২৯]- পৃ. ১৩৩)*

নিম্নের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম আব্দুল হালীম মাদানী

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আমরা প্রায়শঃ দেখি যে, মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমির গ্রাউন্ড ফ্লোরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ওপর তলায় মসজিদ। আমার প্রশ্ন– মসজিদের নীচে এরূপ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান করা শরীয়তসম্মত হবে কী?***

জবাব : কয়েক তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে তার কিছু তলা সালাতের জন্য এবং অপর কিছু তলা মসজিদের কল্যাণার্থে বৈধ অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা জায়িয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওয়াক্ফকারী তিনি যখন মাসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করেছেন এবং যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন সে শর্তের যেন পরিপন্থী না হয়। তবে উত্তম হলো– মসজিদ স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখা ও তার উপরে কোনো কিছু নির্মাণ না করা। যাতে ওয়াক্ফকারীর জন্য পূর্ণ সওয়াব অর্জন হয়। *(ফাতওয়া লাজনা আদ্-দায়িমা)*

জিজ্ঞাসা (০২) : ***সালাতরত কোন কোন অবস্থায় দৃষ্টি কোথায় কোথায় থাকবে এবং সালাতে সুত্রা ও কিবলার বিধান দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।***

জবাব : সুন্নাত হলো মুসল্লী সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে এবং অনুরূপভাবে রুকূ' করা অবস্থায়ও। তাশাহ্হুদে বসা অবস্থায় শাহাদাত আঙ্গুলির দ্বারা ঈশারা করবে এবং তার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যেমন- সহীহ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। সালাতে সুতরা ব্যবহার করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। যেমন- মহানবী (ﷺ) বলেছেন :

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا».

"যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে তখন সে যেন সুত্রার দিক হয়ে সালাত আদায় করে এবং সুতরার কাছাকাছি হয়। তথা তার সাজদাহ্ করার স্থান ও সুতরার মাঝে একটি বক্রি চলাচল করার পরিমাণ জায়গা থাকে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৬৯৮, হাসান সহীহ)*

সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো ক্বিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করা। ক্বিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় না করলে তার সালাত বিশুদ্ধ হবে না। কারণ হলো আল্লাহ ক্বিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়টিকে বারংবার উল্লেখ করেছেন। যেমন- আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

"আর তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন, মসজিদুল হারামের দিকে তোমার চেহরা ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, এর দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫০)*

তবে অপারগ ব্যক্তি যেমন- অসুস্থ ব্যক্তি, ভীত ব্যক্তি যেমন- শত্রু থেকে পলায়নকারী ব্যক্তি এবং সফরাবস্থায় নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তি– হোক সে বিমানে কিংবা গাড়িতে কিংবা উটের উপর– এই তিন ব্যক্তি যে দিক হয়েই সালাত আদায় করুক না কেন, তাদের সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এদের জন্য ক্বিবলামুখী হওয়া শর্ত নয়।

নিম্নের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী

জিজ্ঞাসা (০১) : ***ওয়াজের ময়দানে বক্তাগণ সমাজের শীর্ষ নেতা ও ব্যক্তিদের সম্মুখে তাদের ভূয়সি প্রশংসা করেন। এক ব্যক্তি বলেছেন, এটা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও ব্যক্তিপূজার নামান্তর। তিনি কি সঠিক বলেছেন?***

জবাব : কারো সামনে তার প্রশংসা করা নিন্দনীয়। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এক প্রকার চাটুকারিতা এবং তোষণ নীতির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে এরূপ বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। এরূপ কাজ তখনই ব্যক্তি পূজা বলে গণ্য হবে, যখন কোনো নেতার নির্দেশকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর হুকুমের উপর প্রধান্য দেবে। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইবনু হাতেম বলেন : আমার গলায় স্বর্ণের ক্রোশ পরিহিত অবস্থায় আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট গমন করলাম। তখন নবী (ﷺ) বলেন :

فَقَالَ : «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ : ﴿اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾ (التوبة : ٣١)، قَالَ : «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ».

হে আদি! তোমাথেকে এ মূর্তিটা সরিয়ে ফেলো। আর তিনি সূরা আল বারাআহ্ তথা তাওবাহ্ (৩১ নং আয়াত) পড়ছিলেন– "তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম-উলামাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" তিনি বলেন : তারা ওদের 'ইবাদত করতো না; তবে তারা কোনো কিছুকে হালাল বললে তা হালাল করে নিতো এবং কোনো কিছুকে হারাম করলে তা হারাম বলেই জানতো"– *(আত্ তিরমিযী- হা. ৩০৯৫, হাসান)*। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তার 'হাক্বীক্বাতুল ঈমানী ওয়াল ইসলামি' গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এভাবে হালাল-হারাম স্থির করাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওদের আলেমগণের 'ইবাদত বলে উল্লেখ

করেন– *(প্রাগুক্ত- ১১১)*। উপরোক্ত দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো নেতার কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর প্রাধান্য দিলে সেটি ব্যক্তি পূজায় পরিণত হবে; নতুবা শুধু প্রশংসা করলে তা ব্যক্তি পুজা বলা যাবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : যে অন্যায় করে আর যে ব্যক্তি অন্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে, উভয়ে সমান অপরাধী। এটি কি কুরআন সুন্নাহ সম্মত কোনো কথা এবং উভয়ের শাস্তি কি সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে?

জবাব : অন্যায় কাজের শ্রেণিভেদ রয়েছে। এর ধরন-প্রকৃতি বিচাব-বিশ্লেষণ করে শর'ঈ হুকুম নির্ধারণ হবে। অন্যায় কাজে সমর্থন বা সহযোগিতা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"আর তোমরা গোনাহ ও সীমালঙ্ঘন কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না"– *(সূরা আল মায়িদাহ : ২)*। পাপ কাজে সমর্থন বা সহায়তা করলে পাপীর সমান পাপের বোঝা সহায়তাকারীর উপর বর্তাবে। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন :

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ.

"আর যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর দিকে আহ্বান করবে, তার উপর সেরূপ পাপ বর্তাবে যারা তার অনুসরণ করবে"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭৪)*। অর্থাৎ- যে লোকের ডাকে বা সহায়তায় যত লোক গোমরাহীর কাজ করে যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে, তাদের সকলের পাপসম বোঝা ঐ লোকের উপর পড়বে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾

"যার ফলে কিয়মত দিবসে তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায়, আর তাদেরও পাপের বোঝা বহন করবে, যাদেরকে তারা গোমরাহ করেছে অজ্ঞতাবশত। হায়, তারা যা বহন করবে, তা কতইনা নিকৃষ্ট"– *(সূরা আন্ নাহল : ২৫)*। তাছাড়া অন্যায়কারীর শাস্তি নিশ্চিত করার বেলায় দয়া দেখাতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি তোমাদের দয়ামায়া যেন কাজ না করে"– *(সূরা আন্ নূর : ০২)*। অতএব, আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে-আমরা কোনো অন্যায় করবো না এবং কোনো অন্যায়কারীকে সমর্থন করবো না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম। ❑

আল্লামা মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর।

সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে নিয়মিত পাঠ করুন– মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক **"সাপ্তাহিক আরাফাত।"** ১৯৫৭ সাল থেকে বর্ধিত কলেবরে, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ প্রবন্ধসম্বলিত সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজনা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে। প্রশ্ন পাঠাতে খামের উপর অবশ্যই **"পাঠকের জিজ্ঞাসার জবাব"** কথাটি লিখতে হবে।

নিজে গ্রাহক হোন, অপরকেও উৎসাহিত করুন।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

ফাতাওয়া বিভাগ, সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, বিবির বাগীচা, ৩ নং গেইট, ঢাকা-১২০৪। ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭, ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০

সম্মানিত পাঠক ও জমঈয়ত হিতৈষীদের সু-নজরে আনার প্রয়াসে ৭৭ (সাতাত্তর) বছর পূর্বে (১৩৫৩ বঙ্গাব্দে) হারাগাছ বন্দরে (রংপুর) **"নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস কনফারেন্স"** অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দুর্লভ, দুঃস্প্রাপ্য এই হ্যান্ডবিলটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিক নির্দেশনা ও প্রেরণার একটি ঐতিহাসিক দলিল। ঐতিহাসিক দলিলটি চার পৃষ্ঠার, প্রথম পৃষ্ঠা হুবহু ও শেষ পৃষ্ঠার আরজ মন্দান সাপ্তাহিক আরাফাত পাঠকদের খিদমতে তুলে ধরলাম।

মুহাম্মাদ সাঈদুল হক

সাংগঠনিক সেক্রেটারি, রংপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

--ঃ নাহ্ মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলেহিল কারিম ঃ--

নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদিছ

কন্‌ফারেন্স্

স্থান :- হারাগাছ বন্দর (রংপুর)।

(বি, এ, রেলওয়ের কাউনিয়া ও রংপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী ভূতছাড়া ষ্টেশনের উত্তর ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ও রংপুর ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী)।

তারিখ :- ৫, ৬ ও ৭ই বৈশাখ ১৩৫৩ সাল।

মোতাবেক ১৮, ১৯ ও ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার

বেরাদারানে দিনী,

আচ্ছালামো আলায় কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ–

আপনারা অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, পৃথিবীর সকল আন্দোলন এক একটী বিশিষ্ট আদর্শ ও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আদর্শের দৃঢ়তা ও মতবাদের প্রচার শক্তির উপর সেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে। তৌহিদ ও ছুন্নতের যে শাশ্বত; সনাতন ও পবিত্র আদর্শের উপর এছলামের ভিত্তি মানব মুকুট হজরত রছুলে করিম (দঃ) স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কোরাণ ও হাদিছের যে আছমানী প্রত্যাদেশের উপর সুবর্ণ যুগের মহামতি ছাহাবা ও তাবেয়ীন স্বীয় মতবাদ গঠিত করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ ও মতবাদের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন সাধন হইতেছে আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আন্দোলনের ধারক ও বাহক আহলে হাদিছ জামাআতের সংখ্যা বাঙ্‌লা দেশে সামান্য নয় কিন্তু অশেষ লজ্জা ও পরম পরিতাপের বিষয় যে, এই বিশাল মহিমান্বিত জামাআৎ আজ আদর্শের সমুদয় গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা তাহাদের মতবাদের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের জামাআৎ মেরুদণ্ডহীন দেহের ন্যায় শতধা বিচ্ছিন্ন, তৃণখণ্ডের মত গতানুগতিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে উদ্দেশ্যহীন পথে ভাসিয়া চলিয়াছে।

আজ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে সকল দলের ভিতর জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এই কর্ম্মকোলাহল মুখরিত ধরিত্রির বুকে কেবলমাত্র আহলে হাদিছ জামাআৎ নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মবিমুখ। জীবন যুদ্ধের এই মহাত্মা হবে আহ্‌লে হাদিছ জামাআতের নিশ্চেষ্টতা, কর্ম্মবৈরাগ্য কি তাহাদের নিশ্চিহ্নতা ও ধ্বংসের জন্য ইঙ্গিত করিতেছে না? তাহাদের আদর্শহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা কি তাহাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের নির্দ্দেশ অবধারিত করিতেছে না? আত্মহত্যার এই ভয়াবহ লজ্জাকর পরিণতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

যাহাতে বাঙ্‌লা ও আসামের সকল দলের ও মতের ওলামা পীর ছাহেবান নেতৃস্থানীয় এবং শিক্ষিত ও চিন্তাশীল আহ্‌লে হাদিছগণ একস্থানে সমবেত হইয়া আসন্ন সঙ্কট মুহূর্তে, জামাআতের জীবন-মরণ সন্ধিঃক্ষণে পরাজয় ও অপমৃত্যুর কবল হইতে এই বিরাট জামাআতকে উদ্ধার করিবার উপায় নিরূপণ করিতে পারেন তজ্জন্য বহু পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে আল্লাহ তা'আলার ফজলের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ছুন্নতের নগণ্য খাদেমগণ রংপুর জেলা টাউনের অন্তঃপাতি হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদিছ কনফারেন্স আহ্বান করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি। উত্তর ভারতের বহু প্রথিতযশা ওলামা ও মোহাদ্দেছিন এবং বাঙ্‌লার উল্লেখযোগ্য ওলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কনফারেন্সে যোগদান কল্পে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

এই কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিবেন ভারত বিখ্যাত স্বনাম ধন্য আলেম, অক্লান্তকর্ম্মী, তর্জ্জুমানুল কুরআন গভর্নমেন্ট কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত **জনাব আলহজ মওলানা মোঃ আব্দুল্লাহেল্ কাফী কোরায়াশী** ছাহেব।

আরজ মন্দান–

(হাজী) মোহাম্মদ জেয়ারতুল্লাহ মার্চ্চেন্ট।

জেনারেল সেক্রেটারি, অভ্যর্থনা সমিতি

নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদিছ **কন্‌ফারেন্স**।

(হারাগাছ) পোঃ কালিদহের ঘাট, জিলা : রংপুর

সম্মানিত,
পাঠক ও জমঈয়ত হিতৈষীদের সু-নজরে আনার প্রয়াসে ৭৭ (সাতাত্তর) বৎসর পূর্বের ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে হারাগাছ বন্দর (রংপুর) **"নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীস কনফারেন্স"** দুর্লভ, দুস্প্রাপ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিক নির্দেশনার একটি ঐতিহাসিক দলিল। যা স্ব-চক্ষে অন্তরের পর্দায় তুলে ধরলে ভেসে উঠে, দলিলে উল্লেখিত মানুষগুলো আমাদের ও সংগঠনের পথকে সু-প্রস্থ করার লক্ষ্যে কি কি করে গেছেন। ঐতিহাসিক দলিলটি চার পৃষ্ঠার, প্রথম পৃষ্ঠা হু-বহু ও শেষ পৃষ্ঠার আরজ মন্দান তুলে ধরলাম,
আমি **মুহাম্মাদ সাঈদুল হক,** রংপুর জেলা জমঈয়ত সাংগঠনিক সেক্রেটারী।

---: নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলেহিল করিম :---

নি খি ল ব ঙ্গ ও আ সা ম আ হ্‌ লে হা দি ছ

ক ন্‌ ফা রে ন্স্‌

স্থান ঃ— হারাগাছ বন্দর (রংপুর)।

(বি, এ, রেলওয়ের কাউনিয়া ও রংপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তি ভুতছাড়া ষ্টেশনের উত্তর ৪ মাইল দূরবর্তী ও রংপুর ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী)।

তারিখ ঃ— ৫,৬ ও ৭ই বৈশাখ ১৩৫৩ সাল।
মোতাবেক ১৮, ১৯ ও ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার

বেরাদারানে দ্বিনী,

আচ্ছালামো আলায় কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ —

আপনারা অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, পৃথিবীর সকল আন্দোলন এক একটী বিশিষ্ট আদর্শ ও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আদর্শের দৃঢ়তা ও মতবাদের প্রচার শক্তির উপর সেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে। কোরান ও ছুন্নতের যে শাশ্বত; সনাতন ও পবিত্র আদর্শের উপর এছলামের ভিত্তি মানব মুকুট হজরত রছুলে করিম (দঃ) স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কোরাণ ও হাদিছের যে আছমানী প্রত্যাদেশের উপর স্বর্ণ যুগের মহামতি ছাহাবা ও তাবেয়ীন স্বীয় মতবাদ গঠিত করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ ও মতবাদের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন সাধন হইতেছে আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আন্দোলনের ধারক ও বাহক আহলে হাদিছ জামাআতের সংখ্যা বাঙ্‌লা দেশে সামান্য নয় কিন্তু অশেষ লজ্জা ও পরম পরিতাপের বিষয় যে, এই বিশাল মহিমান্বিত জামাআৎ আজ আদর্শের সমুদয় গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা তাহাদের মতবাদের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের জামাআৎ মেরুদণ্ডহীন দেহের ন্যায় শতধা বিচ্ছিন্ন, তৃণখণ্ডের মত গতানুগতিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে উদ্দেশ্যহীন পথে ভাসিয়া চলিয়াছে।

আজ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে সকল দলের ভিতর জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এই কর্মকোলাহল মুখরিত ধরিত্রির বুকে কেবলমাত্র আহ্‌লে হাদিছ জামাআৎ নিশ্চেষ্ট ও কর্মবিমুখ। জীবন যুদ্ধের এই মহাআহবে আহ্‌লে হাদিছ জামাআতের নিশ্চেষ্টতা, কর্মবৈরাগ্য কি তাহাদের নিশ্চিহ্নতা ও ধ্বংশের জন্য ইঙ্গিত করিতেছে না? তাহাদের আদর্শহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা কি তাহাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের নির্দ্দেশ অবধারিত করিতেছে না? আত্মহত্যার এই ভয়াবহ লজ্জাকর পরিণতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

যাহাতে বাঙ্‌লা ও আসামের সকল দলের ও মতের ওলামা পীর ছাহেবান নেতৃস্থানীয় এবং শিক্ষিত ও চিন্তাশীল আহ্‌লে হাদিছগণ একস্থানে সমবেত হইয়া আসন্ন সঙ্কট মুহূর্ত্তে, জামাআতের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে পরাজয় ও অপমৃত্যুর কবল হইতে এই বিরাট জামাআতকে উদ্ধার করিবার উপায় নিরূপন করিতে পারেন তজ্জন্য বহু পরিশ্রমে ও বহু অধ্যবসায়ে আল্লাহতায়ালার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা ছুন্নতের নগণ্য খাদেমগণ রংপুর জেলা টাউনের অন্তঃপাতি হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদিছ কনফারেন্স আহ্বান করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি। উত্তর ভারতের বহু প্রতিষ্ঠাশালী ওলামা ও মোহাদ্দেছিন এবং বাঙ্‌লার উল্লেখযোগ্য ওলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কনফারেন্সে যোগদান করতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এই কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিবেন ভারত বিখ্যাত জনাব ধন্য আলেম, প্রজাসকর্ম্মী, ভর্ম্মৎ কোরআন গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক খেতাবাৎ প্রাপ্ত জনাব আলহাজ্জ মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল্‌ কাফী কোরাএশী ছাহেব।

আরজ মর্দ্দান —
(হাজী) মোহাম্মদ জেয়ারতুল্লাহ
মার্চ্চেন্ট।
জেনারেল সেক্রেটারী,
অভ্যর্থনা সমিতি
নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদিছ
কনফারেন্স।
(হারাগাছ)
পোঃ কালিদহের ঘাট
জিলা রংপুর

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নামের তালিকা (সেশন : ২০২১-২০২৫)

ক্র.নং	ব্যক্তিবর্গের নাম	পদ
০১.	অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক	সভাপতি
০২.	জনাব মুহা. রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)	সহ-সভাপতি-০১
০৩.	আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন	সহ-সভাপতি-০২
০৪.	প্রফেসর ড. দেওয়ান আবদুর রহীম	সহ-সভাপতি-০৩
০৫.	আলহাজ্জ ফকির বদরুজ্জামান	সহ-সভাপতি-০৪
০৬.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন	সহ-সভাপতি-০৫
০৭.	প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী	সহ-সভাপতি-০৬
০৮.	উপাধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গযনফর	সহ-সভাপতি-০৭
০৯.	শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী	সহ-সভাপতি-০৮
১০.	জনাব আবদুল আউয়াল আহমেদ	সহ-সভাপতি-০৯
১১.	প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী	সহ-সভাপতি-১০
১২.	জনাব মুহিব্বুল্লাহিল বাকী সেলিম	সহ-সভাপতি-১১
১৩.	শাইখ আবদুন নূর আবদুল জাব্বার মাদানী (মৃত্যুবরণ করেছেন)	সহ-সভাপতি-১২
১৪.	শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	সেক্রেটারি জেনারেল
১৫.	জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক	কোষাধ্যক্ষ
১৬.	শাইখ আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল
১৭.	শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ	যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল
১৮.	শাইখ মুহাম্মদ আবদুল মাতীন	সাংগঠনিক সেক্রেটারি
১৯.	শাইখ মাসউদুল আলম উমরী	দা'ওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি
২০.	মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম	তাবলীগ ও ইরশাদ বিষয়ক সেক্রেটারি
২১.	শাইখ নূরুল আবসার	তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি
২২.	শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী	ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি
২৩.	জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ জুলফিকার 'আলী	অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি
২৪.	ড. হাফেয রফিকুল ইসলাম মাদানী	মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি
২৫.	প্রফেসর ড. বারকুল্লাহ বিন দুরুল হুদা	মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারি
২৬.	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর	তথ্য প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি
২৭.	অধ্যাপক ফজলুল বারী খান	প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি
২৮.	মাওলানা রায়হান উদ্দীন	প্রচার ও গণমাধ্যম বিষয়ক সেক্রেটারি
২৯.	এ্যাডভোকেট ফয়জুল বারী	আইন ও সম্পত্তি বিষয়ক সেক্রেটারি
৩০.	শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম আবদুল হালীম মাদানী	বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি
৩১.	শাইখ আবদুল্লাহিল কাফী মাদানী	শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি
৩২.	হাজী মুহাম্মদ নুরুল হক	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারি
৩৩.	জনাব মুহাম্মদ ফারুক আহমেদ	সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি
৩৪.	ডা. মুহাম্মদ শামসুল আলম	স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি
৩৫.	এ্যাডভোকেট আবূ বকর সিদ্দিক	ইয়াতীম ও নওমুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি

৩৬.	জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম	দপ্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেক্রেটারি
৩৭.	শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম	সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি
৩৮.	জনাব মুহাম্মদ ইমদাদ হুসেন ভূঁইয়া	সহকারী অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি
৩৯.	জনাব মুহাম্মদ আকমল হুসাইন	সহকারী সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি
৪০.	জনাব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খ্যালন	সহকারী ইয়াতীম ও নওমুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি
৪১.	জনাব আব্দুর রহমান বাবলু	সহকারী আইন ও সম্পত্তি বিষয়ক সেক্রেটারি
৪২.	অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম	সদস্য

উপদেষ্টা পরিষদের নামের তালিকা

ক্র.	নাম	পরিচয়	মোবাইল
০১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ এ. কে. এম রহমতুল্লাহ	মাননীয় সংসদ সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১১।	০১৬১৭৫৫৫৫৫৫
০২.	আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাঈদ খোকন	সাবেক মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।	
০৩.	আলহাজ্জ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ	সাবেক চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই।	০১৭১৩০৩৯৪০৬
০৪.	প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম	সাবেক সভাপতি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।	০১৭১১৪১৯১৬৯
০৫.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার উদ-দীন	সাবেক সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত), কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।	০১৭৭২৩৯৪৭৫৯
০৬.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সবুর	সাবেক সচিব, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	০১৭৩২০৫০২২৩
০৭.	প্রফেসর ড. এ. কে. এম আযহারুল ইসলাম	সাবেক ভি.সি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং।	০১৭১১৭২৬০২৬
০৮.	জনাব এ. আর. মাসুদ	সাবেক সিনিয়র জেলা জজ।	০১৯৩০৭৮০৭২০
০৯.	আলহাজ্জ এম. এ সবুর	চেয়ারম্যান, মাস্কো গ্রুপ।	০১৭১১৫৩০২০৯
১০.	আলহাজ্জ ফকির আখতারুজ্জামান	এমডি, ফকির নীট ওয়ার, নারায়ণগঞ্জ।	
১১.	আলহাজ্জ ফকির মুনিরুজ্জামান	এম.ডি- ফকির এপারেলস লি. নারায়ণগঞ্জ।	
১২.	আলহাজ্জ কে. এম মাহমূদুর রহমান	চেয়ারম্যান, হাইস্পিড।	০১৭৭৫৬২০৭৭৭
১৩.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৪.	প্রফেসর ড. আ.খ.ম. ওয়ালী উল্লাহ	আল হাদীস এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ, ই.বি. কুষ্টিয়া।	০১৭১৬০৭৯৮১১
১৫.	প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইস. সিদ্দিকী	আল কুরআন এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।	০১৭৬৬১৬৫৬০৪
১৬.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন	আল কুরআন এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।	০১৭১৮৬৭৯৫৮৬
১৭.	জনাব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	অতিরিক্ত সচিব, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	
১৮.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোতাহারুল ইসলাম	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	০১৭১২৬৪৪৮৩৭
১৯.	ড. শরীফুল ইসলাম রিপন	চেয়ারম্যান ও এম.ডি, সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার, ফাউন্ডেশন।	০১৭১৩০০২৬৪২
২০.	জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াস খাঁন	সাবেক অধ্যক্ষ, সাভার কলেজ।	০১৯৭৭৬৯৭০১২
২১.	আলহাজ্জ মুহাম্মদ জাকির হুসেন	সত্বাধিকারী, ডিসেন্ট পেস্ট্রি সোপ, ঢাকা।	
২২.	জনাব মুহাম্মদ শরীফ হুসেইন	প্রকাশক ও সম্পাদক, দৈনিক আজকের সত্যের আলো।	
২৩.	শাইখ মোহাম্মদ আবদুল মাতীন খান	সাবেক অধ্যক্ষ, শরীফবাগ কামিল মাদ্‌রাসা, ধামরাই, ঢাকা।	০১৭১৬০৯১৬০৬
২৪.	শাইখ মোস্তফা বিন বাহার উদ্দিন	প্রিন্সিপাল, এম এম আরাবীয়া।	০১৭৭৮১৬৪৭৭৩
২৫.	মাওলানা মোঃ মনজুরে খোদা	সাবেক সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।	০১৭১৫২৪৯১৪২
২৬.	অধ্যক্ষ মাওঃ গোলাম কিবরিয়া নূরী	সাবেক দাওয়া ও তাবলীগ বিষয়ক সেক্রেটারি	০১৭১২৮৫৬৪২৪

২৭.	শাইখ সাইফুদ্দিন বিন বেলাল মাদানী	দা'ঈ, ইসলামিক সেন্টার, আল আহসা, সৌদি আরব।	০১৭৬৬৫৮২৭২৫
২৮.	অধ্যাক্ষ মো. আবদুর রশীদ	সাবেক অধ্যাক্ষ, তেজগাও কলেজ, ঢাকা।	
২৯.	শাইখ আব্দুন নূর বিন আবূ সাঈদ মাদানী	সাবেক বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি।	০১৭১৫২০৫৪৫৩
৩০.	জনাব মুহাম্মদ আলী হুসেন	সভাপতি, ঢাকা দক্ষিণ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস।	০১৯২৬৯০৩১১৪
৩১.	জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাই	মুতাওয়াল্লী, বংশাল বড় জামে মাসজিদ।	০১৭১১৫৩২৮২৯
৩২.	মাওলানা নুরুল ইসলাম	সুপার, বাজআহা. কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা, বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা।	০১৯৭৯০৫০৫১৫
৩৩.	জনাব জসীম উদ্দীন	এম.ডি-এক্স-গ্রুপ চেইন রেস্টুরেন্ট।	০১৭১১৮৪৮৭৯৮
৩৪.	মাও. আবদুল হাদী মুহাম্মদ আনোয়ার	সাবেক সভাপতি, দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।	০১৮১৯০৬৭৪৯৮

জেলা জমঈয়তসমূহের সভাপতি ও সেক্রেটারিগণের নামের তালিকা

ক্র.	জেলার নাম	সভাপতি	সেক্রেটারি	মেয়াদ
০১.	কিশোরগঞ্জ ও বি.বাড়িয়া	শাইখ ইদরীস আলী মাদানী	শাইখ মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ মাদানী	১৬/০২/২০২১ ১৭/০২/২০২৪
০২.	কুড়িগ্রাম	এস.এম. রহমত উল্লাহ ইকবাল	জনাব মুহাম্মদ হামীদুর রহমান	০৯/০৮/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯
০৩.	কুমিল্লা ও চাঁদপুর	অধ্যক্ষ মাও. মুহাম্মদ শফীকুর রহমান সরকার	মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালীউর রহমান	১৯/১২/২০১৯ ১৮/১২/২০২২
০৪.	কুষ্টিয়া	মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম	ড. সাইফুল্লাহ আল খালিদ	০৩/০৪/২০২৩ আহ্বায়ক কমিটি
০৫.	খুলনা	মাও. মুহাম্মদ জুলফিকার আলী	এ.কে.এম. মইনুল ইসলাম	১৩/০৮/২০২২ ১২/০৮/২০২৫
০৬.	গাইবান্ধা	অধ্যাক্ষ মাও. জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ (ভার.সভা.)	অধ্যাপক মাওলানা আ. সামাদ আজাদ	২৮/১২/২০২০ ২৭/১২/২০২৩
০৭.	গাজীপুর জেলা	এ্যাডভোকেট আলহাজ্ব জাকিরুল ইসলাম	কাজী মাও. মুহাম্মদ আমীনুল হক	০৬/১১/২০২২ ০৫/১১/২০২৫
০৮.	গাজীপুর মহানগর	শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	শাইখ মুহাম্মদ রাইহানুদ্দীন	
০৯.	গোপালগঞ্জ	মাওলানা এস.এম জাকারিয়া	মাওলানা ওয়াহিদুল ইসলাম	আহ্বায়ক কমিটি
১০.	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	শেখ মুহাম্মদ আশরাফ আলম		জেলা গঠন প্রক্রিয়াধীন
১১.	চাঁপাই নাবগঞ্জ	শাইখ আব্দুল খালেক (আহ্বায়ক)	ডা. সুলতান আহমাদ (সদস্য সচিব)	
১২.	জয়পুরহাট	এ্যাডভোকেট এম. এ. হাই	মাও. মুহা. আফজল হোসেন	৩০/০৮/২০২২ ২৯/০৮/২০২৫
১৩.	জামালপুর	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ যোবাইদুল ইসলাম	অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ ওমর ফারুক	১১/০৯/২০২২ ১০/০৯/২০২৫
১৪.	ঝিনাইদহ	কে এম আবদুল জলীল	জনাব আশরাফুল আলম	
১৫.	টাঙ্গাইল	আলহাজ্জ মুহাম্মদ নাজমুস সাকিব	মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হোসেন	০৯/১০/২০২২ ০৮/১০/২০২৫
১৬.	ঠাকুরগাঁও	মাওলানা মুহাম্মদ মনজুরে খোদা	শাইখ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ খান মাদানী	১৮/০৪/২০২২ ১৭/০৪/২০২৫
১৭.	ঢাকা মহানগর দক্ষিণ	আলহাজ্জ মুহাম্মদ আলী হোসেন	শাইখ এহসান উল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত)	
১৮.	ঢাকা মহানগর উত্তর	জনাব মুহাম্মদ নূরুল হক	শাইখ নূরুল আবসার	আহ্বায়ক কমিটি
১৯.	ঢাকা জেলা	মাওলানা মুহাম্মদ বাশীর উদ্দিন আহমেদ	শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	

২০.	দিনাজপুর	শাইখ আব্দুল জলীল মাদানী	মাও. মো: মোখতার হুসেন শেখ (অফিস সেক্রেটারি আ. কাইয়ুম)	২৬/১০/২০১৯ ২৫/১০/২০২২
২১.	নওগাঁ	আলহাজ্জ মুহাম্মদ শামসুল হক	জনাব মুহাম্মদ আবূ বকর বিন ইসহাক্ব	
২২.	নরসিংদী	মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	হাফেজ ঈমান আলী	১৪/০৪/২০২২ ১৩/০২/২০২৫
২৩.	নাটোর	শাইখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	জনাব মুহাম্মদ নাজির হুসেন	১৫/০২/২০২২ ১৪/০২/২০২৫
২৪.	নারায়ণগঞ্জ জেলা	অধ্যাপক মুহাম্মদ ফজলুল বারী খান	মাওলান ইকবাল হাসান	
২৫.	নারায়ণগঞ্জ মহানগর	মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান	শাইখ মুহা. উবায়দুর রহমান	২২/০১/২০২২ ২১/০১/২০২৫
২৬.	নীলফামারী	অধ্যাপক আবদু রউফ	মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করীম	
২৭.	নেত্রকোনা	মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন	জানাব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক	
২৮.	নোয়াখালী ও ফেনী	শাইখ নূরুল আবসার		জেলা গঠন প্রক্রিয়াধীন
২৯.	পঞ্চগড়	জনাব মুহাম্মদ এনামুল হক প্রধান	জনাব মুহা. সানাউল্লাহ	
৩০.	প্রবাসী জেলা সৌদী আরব পূর্বাঞ্চল	শাইখ মুহাম্মদ আজমল হোসেন	শাইখ মুহাম্মদ ইযাযুল হক্ব	০৫/০৫/২০২২ ০৪/০৫/২০২৫
৩১.	প্রবাসী জেলা সৌদী আরব পশ্চিমাঞ্চল	শাইখ মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম মাদানী	শাইখ আব্দুল হামীদ বিন সিদ্দীক হুসাইন	০৬/০৫/২০২২ ০৫/০৫/২০২৫
৩২.	পাবনা	জনাব মুহা. রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)	শাইখ মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান	
৩৩.	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ	জনাব মুহাম্মদ মনসুর আহমেদ রাজা	
৩৪.	বগুড়া	মাওলান মুহাম্মদ আব্দুল হক	মাওলানা আ.ন.ম ইয়াহইয়া	
৩৫.	বরিশাল ও পিরোজপুর	শাইখ মুহাম্মদ গোলাম মাহমুদ	জনাব মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, মাহবুব (পি.পুর)	
৩৬.	বাগেরহাট	অধ্যাপক সেকেন্দার আলী (ভারপাপ্ত)	জনাব মুহা. আলতাফ হুসাইন	১৭/০১/২০২০ ১৬/০১/২০২৩
৩৭.	ময়মনসিংহ	অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আতাউর রহমান	শাইখ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম মাদানী	৩১/০৩/২০২২ ৩০/০৩/২০২৫
৩৮.	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম	মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ	
৩৯.	মুন্সীগঞ্জ	জনাব মুহাম্মদ আওলাদ হুসাইন		জেলা গঠন প্রক্রিয়াধীন
৪০.	যশোর	অধ্যাপক মাওলানা আহমদ আলী	জনাব মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম	২৮/০৭/২০২২ ২৭/০৭/২০২৫
৪১.	রংপুর	মাওলানা মুহাম্মদ মামদুহুর রহমান	শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মালেক	
৪২.	রাজশাহী জেলা পূর্বাঞ্চল	শাইখ ইশতিয়াক বিন ইয়াহইয়া মাদানী	ড. মামুন উর রশীদ	০৮/০৪/২০২৩ ০৭/০৪/২০২৩
৪৩.	রাজশাহী জেলা পশ্চিাঞ্চল	প্রফেসর ড. মুতীউর রহমান	মুহা. উবায়দুল্লাহ আল ফারুক	২৫/০৩/২০২৩ ২৪/০৩/২০২৬
৪৪.	রাজশাহী মহানগর	ড. মুহাম্মদ বারকুল্লাহ বিন দুরুল হুদা	মাও. মুহা. মুবারক হোসেন	
৪৫.	লালমনির হাট	মাও. মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম	মুহা. রুহুল আমীন সরকার (বাদল)	
৪৬.	শেরপুর	মাও. মুহাম্মদ মাজহারুল আলম	মৃত্যু বরণ করেছেন	
৪৭.	সাতক্ষীরা	উপাধ্যক্ষ মাও. ওবায়দুল্লাহ গযনফর	শাইখ রবিউল ইসলাম	
৪৮.	সিরাজগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল বারী	শাইখ আব্দুল খাবীর মাদানী	০৬/১০/২০২২ ০৫/১০/২০২৫
৪৯.	সিলেট ও হবিগঞ্জ	মাওলান মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	মাওলানা আব্দুল জাব্বার	

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

ফেব্রুয়ারি

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫:১৭	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০২	০৫:১৭	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০৩	০৫:১৭	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২৩	০৫:৪৭	০৭:১৭
০৪	০৫:১৬	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৩	০৫:৪৮	০৭:১৮
০৫	০৫:১৬	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:১৮
০৬	০৫:১৬	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৪	০৫:৪৯	০৭:১৯
০৭	০৫:১৫	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৫০	০৭:২০
০৮	০৫:১৫	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৫০	০৭:২০
০৯	০৫:১৪	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৫১	০৭:২১
১০	০৫:১৪	০৬:৩৪	১২:১৪	০৩:২৬	০৫:৫২	০৭:২২
১১	০৫:১৩	০৬:৩৪	১২:১৪	০৩:২৬	০৫:৫২	০৭:২২
১২	০৫:১৩	০৬:৩৩	১২:১৪	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:২৩
১৩	০৫:১২	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:২৩
১৪	০৫:১২	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৪	০৭:২৪
১৫	০৫:১১	০৬:৩১	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৫	০৭:২৫
১৬	০৫:১০	০৬:৩০	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৫	০৭:২৫
১৭	০৫:১০	০৬:৩০	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৬	০৭:২৬
১৮	০৫:০৯	০৬:২৯	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৬	০৭:২৬
১৯	০৫:০৯	০৬:২৮	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৭	০৭:২৭
২০	০৫:০৮	০৬:২৭	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৭	০৭:২৭
২১	০৫:০৭	০৬:২৭	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:২৮
২২	০৫:০৭	০৬:২৬	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:২৮
২৩	০৫:০৬	০৬:২৫	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৯	০৭:২৯
২৪	০৫:০৫	০৬:২৪	১২:১৩	০৩:৩০	০৬:০০	০৭:৩০
২৫	০৫:০৪	০৬:২৪	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:৩০
২৬	০৫:০৪	০৬:২৩	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:৩১
২৭	০৫:০৩	০৬:২২	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:৩১
২৮	০৫:০২	০৬:২১	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০২	০৭:৩২

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার সোনামণির সুশিক্ষার নিরাপদ ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা পৃথক শাখা

আমাদের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম

- **তাহফীজুল কুরআন**
  মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন
- **ইসলামী শিক্ষা বিভাগ**
  হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
  (ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)
- **উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম**
  আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
  ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
  কুরআন শিক্ষা
  দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

BANGLADESH JAMIYAT AHL-AL-HADITH, ESTD-1946

দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন ২০২৪

তারিখ

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
সময়: বৃহস্পতিবার বাদ আসর হতে

স্থান

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ী রোড
[ইপিজেড সংলগ্ন], বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রথম দিন

উদ্বোধক

- আলহাজ্জ এ. কে. এম রহমতুল্লাহ
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাবেক সংসদ সদস্য, ঢাকা- ১৯

প্রধান অতিথি

- আলহাজ্জ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ
  চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও চেয়ারম্যান বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আইআইইউএসটিবি

বিশেষ অতিথি

- প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম
  উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- জনাব মোঃ রুহুল আমিন
  সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাবেক আইজিপি
- আলহাজ্জ ফকির আক্তারুজ্জামান
  এমডি, ফকির নিট ওয়্যার ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ

- প্রফেসর ড. সলেহ আব্দুল্লাহ আয-যুবাইদী
  প্রফেসর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদী আরব
- শাইখ মাহির বিন যফির আল কাহতানী
  প্রখ্যাত দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সাউদী আরব
- শাইখ ড. উসামা আতায়া আল উতাইবী
  প্রখ্যাত দাঈ, জর্ডান
- শাইখ আবদুল হাই মুহাম্মদ হানীফ মাদানী
  সভাপতি, নেপাল জমঈয়তে আহলে হাদীস
- প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন
- প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
- শাইখ মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন সালাফী
- উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
- শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী
- শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমূদ
- শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী
- অধ্যাপক ফজলুল বারী খান
- শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম আবদুল হালীম মাদানী
- অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
- প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
- শাইখ আবদুল্লাহিল কাফী মাদানী
- শাইখ হাফিয হুসাইন বিন সোহরাব
- শাইখ ড. কাউসার ইরশাদ মাদানী
- শাইখ ড. রেজাউল করীম মাদানী
- শাইখ মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ
- শাইখ ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

দ্বিতীয় দিন

উদ্বোধক

- জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
  সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৯

প্রধান অতিথি

- আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাঈদ খোকন
  সংসদ সদস্য, ঢাকা-০৬, সাবেক মেয়র, ডিএসসিসি ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বিশেষ অতিথি

- আলহাজ্জ এম. এ সবুর
  চেয়ারম্যান, মাস্কো গ্রুপ ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- আলহাজ্জ মুহাম্মদ জাকির হুসেন
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন
  চেয়ারম্যান, পদ্মা গ্রুপ ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ

- শাইখ আসগর আলী আস সালাফী আল মাদানী
  আমীর, অল ইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীস
- শাইখ ড. আব্দুল আযীয বিন রইস আর রইস
  প্রফেসর, ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
- শাইখ মুহাম্মদ বিন রমযান আল হাযেরী
  প্রখ্যাত দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সাউদী আরব
- শাইখ ড. তলা'আত আবদুর রাযিক মাহমুদ যাহরান
  প্রফেসর, আল ইসকান্দারিয়া ইউনিভার্সিটি, মিশর
- প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন
- শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী
- শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
- শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন
- অধ্যাপক ড. বারকুল্লাহ বিন দুরুল হুদা আইয়ুবী
- শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন
- শাইখ আব্দুন নূর বিন আবু সাঈদ মাদানী
- শাইখ মুহাম্মদ আবদুল মাতীন
- শাইখ নূরুল আবসার
- শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
- শাইখ ড. যাকারিয়া আবদুল জলীল মাদানী
- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজিজুল্লাহ
- শাইখ ড. শফিকুল ইসলাম
- শাইখ মো: আব্দুর রউফ আল মাদানী
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
- হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ

জুমু'আর খুৎবা প্রদান করবেন

শাইখ মাহির বিন যফির আল কাহতানী

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আলবানী (রাহি.)-এর স্নেহভাজন মেয়ের জামাতা ও প্রখ্যাত দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সাউদী আরব

কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মহাসম্মেলনে দলে দলে যোগ দিন

আরযগুযার

আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন
আহ্বায়ক, মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
যুগ্ম আহ্বায়ক, মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি

প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন
যুগ্ম আহ্বায়ক, মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সদস্য সচিব, মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি ও সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

BangladeshJamiyatAhlAlHadith | Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith | www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত